হযরত বাশীর ইবনে খাসাসিয়্যাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত বাশীর ইবনে খাসাসিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? আমি বলিলাম, নাযীর (অর্থাৎ ভয়প্রদর্শনকারী)। তিনি বলিলেন, বরং তুমি বাশীর (অর্থাৎ সুসংবাদদানকারী)। তিনি আমাকে সুফ্ফাতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন (যেখানে গরীব, অসহায় মুহাজিরগণ থাকিতেন)। তাঁহার অভ্যাস মুবারক এই ছিল যে, তাঁহার নিকট কোন হাদিয়া আসিলে তিনি নিজের সহিত আমাদিগকেও শরীক করিতেন এবং কোন সদকার জিনিস আসিলে সম্পূর্ণটাই আমাদিগকে দিয়া দিতেন। একবার তিনি রাত্রিবেলায় বাহির হইয়া (মদীনার গোরস্থান) বাকী'তে আসিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি সেখানে পৌঁছিয়া বলিলেন—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا بِكُمْ لَا حِقُوْنَ وَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সালাম হউক, আমরা ও তোমাদের সহিত মিলিত হইব। নিশ্চয়, আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আমাদিগকে তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে।

অতঃপর বলিলেন, তোমরা অশেষ কল্যাণ হাসিল করিয়াছ এবং অনেক ফেতনা-ফাসাদ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ। তারপর আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি বাশীর। তিনি বলিলেন, উন্নতমানের ঘোড়া প্রতি পালনে সুপ্রসিদ্ধ তোমার রাবীআহ গোত্র—যাহারা বলিয়া থাকে যে, তাহারা না হইলে ভূ-পৃষ্ঠ উহার সমগ্র অধিবাসী সহ উল্টিয়া যাইত—তাহাদের মধ্য হইতে আল্লাহ তায়ালা তোমার কান, দিল ও চোখকে ইসলামের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার

WWW.BANGLAKITAB.COM

উপর তুমি সন্তুষ্ট নও কি? আমি বলিলাম, অবশ্যই আমি সন্তুষ্ট, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? আমি বলিলাম, আমার ভয় হইল যে, আপনার উপর কোন বিপদ না আসিয়া পড়ে অথবা কোন বিষাক্ত পোকামাকড় আপনাকে কামড়াইয়া না দেয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বাশীর, তোমার গোত্র যাহাদের ধারণা হইল, তাহারা না হইলে ভূ-পৃষ্ঠ উহার সমগ্র অধিবাসী সহ উল্টিয়া যাইত। সেই রাবীআহ গোত্র হইতে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কপালের চুলে ধরিয়া ইসলামের প্রতি টানিয়া আনিয়াছেন। তুমি কি ইহার উপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা কর না? (মুনতাখাব)

অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

বালআদাভিয়া গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, আমার দাদা আমার নিকট তাহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, আমি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া উহার নিকটবর্তী এক উপত্যকায় পৌঁছিলাম। সেখানে দেখিলাম, দুই ব্যক্তি একটি বকরী ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে। ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিতেছে, ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে আমার সহিত সদ্ব্যবহার কর। আমার দাদা বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, এই সেই হাশেমী ব্যক্তি হইবে, যে লোকদিগকে গোমরাহ করিয়াছে। এমন সময় অপর একজন লোককে আসিতে দেখিলাম। তাঁহার শরীর ছিল সুদর্শন, তাঁহার ললাট ছিল প্রশস্ত, নাক সরু, ভ্রুদ্বয় সূক্ষ্ম ও বুকের ঊর্ধ্বাংশ হইতে নাভী পর্যন্ত ছিল কালো সূতার ন্যায় কালো চুলের রেখা। তিনি দুইটি পুরাতন চাদর পরিহিত ছিলেন। আমার দাদা বলেন, তিনি আমাদের নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম। আমরা তাঁহার সালামের উত্তর দিলাম। ইতিমধ্যে ক্রেতা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি বকরীওয়ালাকে বলুন, যেন আমার সহিত

সদ্ব্যবহার করে। তিনি হাত তুলিয়া বলিলেন, তোমরাই তোমাদের জিনিসের মালিক। আমি চাই যেন কেয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে এমনভাবে হাযির হই যে, তোমাদের কাহারো জানমাল ও আব্রু-ইয্যতের কোন দাবী আমার উপর না থাকে। আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে ক্রয় বিক্রয়ে ও লেনদেনে নরম ব্যবহার করে এবং সহজভাবে করয আদায় করে ও নম্রভাবে উহার তাগাদা করে। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, খোদার কসম, আমি এই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে ভালরূপে অবগত হইব। লোকটির কথাবার্তা অতি উত্তম। অতএব আমি তাঁহার পিছনে চলিলাম এবং বলিলাম, হে মুহাম্মাদ! তিনি আমার প্রতি পূর্ণ শরীরে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, কি চাও? আমি বলিলাম, আপনিই কি (নাউযুবিল্লাহ) লোকদেরকে গোমরাহ করিয়াছেন ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বাপদাদার মা'বুদের উপাসনা হইতে ফিরাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, এই সকল কাজ আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন। আমি বলিলাম, আপনি কিসের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতেছি। আমার দাদা বলেন, আমি বলিলাম, আপনি কি বলিয়া এই দাওয়াত দেন? তিনি বলিলেন, তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু আমার উপর নাযিল করিয়াছেন উহার উপর ঈমান আনয়ন কর এবং লাত ও ওয্যাকে অস্বীকার কর। নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যাকাত কি জিনিস? তিনি বলিলেন, আমাদের ধনীগণ (তাহাদের মালদৌলতের একাংশ) আমাদের গরীবদের উপর খরচ করিবে। আমি বলিলাম, আপনি অতি উত্তম জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন!

আমার দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এই সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার পূর্বে আমার দিলের অবস্থা এই ছিল যে,

www.BANGLAKITAB.com

যমীনের বুকে আমার নিকট তিনি অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত আর কেহ ছিল না, কিন্তু এই কথাবার্তার পর আমার অবস্থা এই হইল যে, তিনি আমার নিকট আপন সন্তান ও পিতামাতা এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইয়া গেলেন। আমার দাদা বলেন, সুতরাং আমি বলিয়া ফেলিলাম যে, আমি চিনিতে পারিয়াছি। তিনি বলিলেন, সত্যই কি চিনিতে পারিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তবে কি সাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর আমার উপর যাহা নাযিল হইয়াছে উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তারপর বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি একটি জলাশয়ের নিকট অবতরণ করিব, যেখানে অনেক লোক বাস করে। সেখানে আমি তাহাদিগকে আপনার এই দাওয়াত দিব কি? আশা করি তাহারা আপনার আনুগত্য স্বীকার করিবে। তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহাদিগকে দাওয়াত দাও।

আমার দাদা বলেন, জলাশয়ের নিকট (যাইয়া তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলে সেখানে) বসবাসকারী মেয়ে-পুরুষ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাজ্জার গোত্রের অসুস্থ এক ব্যক্তিকে দেখিতে যাইয়া তাহাকে বলিলেন, হে মামুজান, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, আমি কি আপনার মামা হই, না চাচা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, বরং আপনি মামা হন, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। রুগী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি আমার জন্য কল্যাণকর হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ। (আহমদ)

ইমাম বোখারী ও আবু দাউদ (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ইহুদী বালক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিত। সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিতে গেলেন এবং তাহার মাথার নিকট বসিয়া বলিলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তাহার পিতার দিকে চাহিল। পিতা সেখানে উপস্থিত ছিল। পিতা বলিল, তুমি আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর কথা মান্য কর। অতএব সে ইসলাম গ্রহণ করিল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিলেন যে, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমার দ্বারা তাহাকে আগুন হইতে রক্ষা করিলেন। (জামউল ফাওয়াইদ)

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদ থাকিবে। সে বলিল, আমরা মন চাহিতেছে না। তিনি বলিলেন, তোমার মন না চাহিলেও (ইসলাম গ্রহণ কর)। (আহমাদ)

হযরত আবু কোহাফা (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু কোহাফা (রাঃ)কে বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং শান্ত হইয়া মসজিদে বসিলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আবু কোহাফা (রাঃ)কে তাঁহার নিকট লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু বকর, বুযুর্গকে আপন জায়গায়ই থাকিতে দিতে, আমি নিজেই তাহার নিকট যাইতাম। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহার নিকট আপনার হাঁটিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহার আপনার নিকট হাঁটিয়া আসা অধিক সমীচীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের সামনে বসাইলেন এবং

www.BANGLAKITAB.com

তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, হে আবু কোহাফা, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং কলেমায়ে শাহাদাত পড়িলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু কোহাফা (রাঃ)কে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আনা হইল তখন তাহার মাথার চুল ও দাড়ি (তৃণ জাতীয়) সুগামা ফুলের ন্যায় সাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার এই শুভ্রতাকে পরিবর্তন করিয়া দাও, তবে কালো খেজাব ব্যবহার করিও না। (ইবনে সা'দ)

কতিপয় মুশরিককে দাওয়াত প্রদানের ঘটনা যাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই

আবু জেহেলকে দাওয়াত প্রদান

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেদিন সর্বপ্রথম আমি চিনিলাম সেদিনকার ঘটনা এইরূপ যে, আমি ও আবু জেহেল ইবনে হেশাম মক্কার কোন এক গলি দিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আবু জেহেলকে বলিলেন, হে আবুল হাকাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নিকট আস, আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতেছি। আবু জেহেল বলিল, হে মুহাম্মাদ, আপনি কি আমাদের মা'বুদগুলির নিন্দা করা হইতে বিরত হইবেন? আপনি কি চান যে, আপনার তবলীগ সম্পর্কে আমরা সাক্ষ্য দান করি? তবে শুনিয়া রাখুন, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন। খোদার কসম, আমি যদি আপনার কথাকে সত্য জানিতাম তবে অবশ্যই আপনার অনুসরণ করিতাম। (আবু জেহেলের এই জবাব শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া গেলেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর আবু

জেহেল আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, খোদার কসম, আমি জানি, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কথা। কিন্তু তাঁহার কথা আমি এইজন্য মানিতে পারিতেছি না যে, (তিনি হইলেন কোরাইশদের মধ্যে কুসাই গোত্রীয়, আর) কুসাইগণ বলিল, কা'বার মুতাওয়াল্লী আমরা হইব। আমরা বলিলাম, হাঁ, ঠিক আছে। তাহারা বলিল, হাজীদের পানি পান করাইবার খেদমত আমরা করিব। আমরা বলিলাম, হাঁ, ঠিক আছে। তাহারা বলিল, পরামর্শ মজলিসের ব্যবস্থাপনা আমাদের দায়িত্বে থাকিবে। আমরা বলিলাম, হাঁ, ঠিক আছে। তাহারা বলিল, যুদ্ধের ঝাণ্ডা আমাদের হাতে থাকিবে। আমরা বলিলাম, হাঁ, ঠিক আছে। তারপর তাহারাও লোকদেরকে খানা খাওয়াইল, আমরাও খাওয়াইলাম। অতঃপর যখন আমরা (খানা খাওয়াইবার ব্যাপারে) উভয়েই সমমর্যাদা অর্জন করিলাম তখন তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদের মধ্যে একজন নবী হইয়াছেন। খোদার কসম, আমি ইহা কখনও মানিব না। (বিদায়াহ)

ওলীদ ইবনে মুগীরাহকে দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ওলীদ ইবনে মুগীরাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি তাহাকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। কোরআন শুনিয়া বাহ্যিকভাবে তাহার মন একটু গলিয়া গেল। আবু জেহেল এই সংবাদ পাইয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল, চাচা, আপনার কাওম আপনার জন্য মালদৌলত জমা করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। সে বলিল, কেন? আবু জেহেল বলিল, আপনাকে দিবার জন্য। কারণ আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট হইতে কিছু পাইবার আশায় তাহার কাছে গিয়াছিলেন। ওলীদ বলিল, কোরাইশগণ ভালরূপেই জানে যে, আমি তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক মালদার। আবু জেহেল বলিল, তবে আপনি তাহার সম্পর্কে এমন কোন কথা বলিয়া দিন যাহাতে আপনার

www.BANGLAKITAB.com

কাওম বুঝিতে পারে যে, আপনি তাহাকে মানেন না। ওলীদ বলিল, আমি কি বলিব? খোদার কসম, কবিতা, কবিতার ছন্দ, কাসীদাহ ও জ্বীনদের কবিতা সম্পর্কে তোমাদের কেহ আমার অপেক্ষা অধিক অবগত নহে। খোদার কসম, এই সকল কবিতা ইত্যাদির সহিত তাঁহার কালামের কোন মিল নাই। খোদার কসম, তাঁহার কালামের মধ্যে এক বিশেষ মাধুর্যতা ও ঔজ্জ্বল্য রহিয়াছে। উহা এমন এক বৃক্ষসাদৃশ্য, যাহার উপরের অংশ অতি ফলদায়ক এবং নীচের অংশ অত্যন্ত তরতাজা। ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার কালাম সব কালামের উপর প্রবল হইবে, উহার উপর কোন কালাম প্রবল হইতে পারিবে না এবং নিম্ন পর্যায়ের সকল কালামকে উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে। আবু জেহেল বলিল, আপনি যতক্ষণ তাহার বিরুদ্ধে কিছু না বলিবেন, ততক্ষণ আপনার প্রতি কাওমের লোকেরা সন্তুষ্ট হইবে না। ওলীদ বলিল, তবে দাঁড়াও, আমি এই ব্যাপারে একটু চিন্তা করিয়া লই। অতঃপর সে চিন্তা করিয়া বলিল, তাঁহার কালাম জাদু ব্যতীত কিছুই নহে, যাহা তিনি অন্য কাহারো নিকট হইতে শুনিয়া বলিয়াছেন। ওলীদের এই উক্তির জবাবে কোরআনের এই আয়াতসমূহ নাযিল হইল—

ذَرْنِىْ وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا - وَ جَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا - وَ بَنِيْنَ شُهُوْدًا -

অর্থ ঃ আমাকে এবং আমি যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি একাকী ছাড়িয়া দিন। (আমি তাহার সহিত বুঝিয়া লইব।) আমি তাহাকে অনেক ধনসম্পদ দান করিয়াছি এবং মজলিসে উপস্থিত থাকার মত সন্তান দিয়াছি।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওলীদ ইবনে মুগীরাকে এই আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়-নিষ্ঠা ও পরোপকার করা এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ করিতেছেন, আর তিনি অশ্লীল ও মন্দ কাজ এবং অত্যাচার করা হইতে নিষেধ করিতেছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এইজন্য নসীহত করিতেছেন যেন তোমরা উহা গ্রহণ কর।

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক দুইজনকে একত্রে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবু সুফিয়ান ও তাহার স্ত্রী হিন্দ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) তাহার স্ত্রী হিন্দকে বাহনের উপর নিজের পিছনে বসাইয়া আপন কৃষিক্ষেত্রের দিকে যাইতেছিলেন। আমি তখন কমবয়স্ক বালক, গাধার পিঠে আরোহন করিয়া তাহাদের আগে আগে যাইতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে মুআবিয়া, তুমি নামিয়া যাও, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে আরোহন করিতে দাও। সুতরাং আমি গাধা হইতে নামিয়া গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহন করিলেন। তিনি আমাদের সম্মুখে কিছুদূর চলিবার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব! হে হিন্দ বিনতে ওতবাহ! খোদার কসম, তোমরা (একদিন) অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিবে, তারপর পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করা হইবে। অতঃপর নেককার বেহেশতে যাইবে এবং বদকার দোযখে যাইবে। আমি তোমাদিগকে একান্ত সত্য কথা বলিতেছি এবং (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) তোমাদিগকেই সর্বপ্রথম সাবধান করা হইল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা হা-মীম সেজদার প্রথম হইতে

WWW.BANGLAKITAB.COM

قَالَتَا اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ

পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার কথা শেষ হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধা হইতে নামিয়া গেলেন এবং আমি উহাতে আরোহন করিলাম। আর হযরত হিন্দ (রাঃ) হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে বলিলেন, এই জাদুকরের জন্যই কি আমার ছেলেকে নামাইয়াছ? হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, না, খোদার কসম, তিনি জাদুকরও নহেন মিথ্যাবাদীও নহেন। (কান্য)

হযরত ওসমান ও হযরত তালহা (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

ইয়াযীদ ইবনে রোমান (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) ও হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর পিছনে পিছনে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদের উভয়ের সামনে ইসলাম পেশ করিলেন এবং কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। তাহাদিগকে ইসলামের হক সম্পর্কে অবহিত করিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে উভয়ের জন্য সম্মানের ওয়াদা করিলেন। অতএব তাহারা উভয়েই ঈমান আনিলেন এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এইমাত্র শামদেশ (সিরিয়া) হইতে আসিয়াছি। আমরা যখন মাআন ও যারকার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন তন্দ্রাবস্থায় একজন সম্বোধনকারী আমাদিগকে উচ্চস্বরে বলিল, হে ঘুমন্ত লোকেরা, তোমরা জাগ্রত হও, আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় আবির্ভূত হইয়াছেন। তারপর আমরা আসিয়া আপনার ব্যাপারে শুনিতে পাইলাম।

হযরত ওসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারে আরকামে প্রবেশের পূর্বে প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত আম্মার ও হযরত সোহাইব (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

আবু ওবায়দাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আম্মার (রাঃ) বলেন, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) বলিয়াছেন, সোহাইব ইবনে সিনান (রাঃ)এর সহিত দারে আরকামের দরজায় আমার সাক্ষাৎ হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দারে আরকামে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি হযরত সোহাইব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? আমি বলিলাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া তাঁহার কথা শুনিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন,আমারও তাহাই উদ্দেশ্য। অতএব আমরা উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি আমাদের নিকট ইসলাম পেশ করিলেন। আমরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং সারাদিন আমরা সেখানেই রহিলাম। তারপর সন্ধ্যা হইলে আমরা চুপিচুপি বাহির হইয়া আসিলাম।

হযরত আম্মার ও হযরত সোহাইব (রাঃ) ত্রিশের অধিক কিছু লোকের পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ ও হযরত যাকওয়ান ইবনে আব্দে কায়েস (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

খুবাইব ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) ও হযরত যাকওয়ান ইবনে আব্দে কায়েস (রাঃ) নিজেদের কোন বিষয়ে মিমাংসার উদ্দেশে ওতবা ইবনে রাবীআহ এর নিকট মক্কায় আসিলেন। এখানে আসিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের সংবাদ পাইলেন। তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের নিকট ইসলাম পেশ করিলেন এবং তাহাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং তাহারা ওতবা ইবনে রাবীআহ এর নিকট না যাইয়া মদীনায় ফিরিয়া গেলেন। আর তাহাদের দ্বারাই সর্বপ্রথম মদীনায় ইসলামের আগমন ঘটিল। (ইবনে সা'দ)

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক দুইয়ের অধিক জামাতকে দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাবীআর দুইপুত্র—ওতবাহ ও শাইবাহ, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, বনু আব্দিদ দারের এক ব্যক্তি, বনুল আসাদের আবুল বাখতারী, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আসাদ, যামআহ ইবনে আসওয়াদ, ওলীদ ইবনে মুগীরাহ, আবু জেহেল ইবনে হেশাম, আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াহ, উমাইয়াহ ইবনে খালাফ, আস ইবনে ওয়ায়েল ও হাজ্জাজ সাহমীর দুই পুত্র—নুবাইহ ও মুনাব্বাহ—ইহারা সকলে সূর্যাস্তের পর কা'বার পিছনে সমবেত হইল। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিবার পর তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, তোমরা (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার সহিত আলাপ আলোচনা কর। তাহার সহিত এমনভাবে বিতর্ক কর যাহাতে লোকেরা বুঝিতে পারে যে, তোমরা পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছ, কোনরূপ ত্রুটি কর নাই।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠানো হইল এবং বলা হইল যে, আপনার কাওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আপনার সহিত আলাপ আলোচনা করার জন্য সমবেত হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারণা করিলেন, তাহাদের মনে হয়ত ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ হইয়াছে। কারণ তিনি তাহাদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। মনে-প্রাণে ইহাই

চাহিতেন যে, তাহারা হেদায়াত পাইয়া যাক। তাহাদের কষ্ট ও ধ্বংস তাঁহার জন্য দুঃসহনীয় ছিল। সুতরাং তিনি দ্রুত মজলিসে আসিয়া তাহাদের নিকট বসিলেন। তাহারা বলিল, হে মুহাম্মাদ, আমরা আপনাকে লোক পাঠাইয়া এইজন্য ডাকাইয়াছি যাহাতে আপনাকে বুঝানোর ব্যাপারে আমাদের চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি না থাকে এবং লোকেরাও বুঝিয়া লয় যে, আমরা এই ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়াছি। খোদার কসম, আপনি আপনার কাওমের মধ্যে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা আরবের মধ্যে আর কেহ করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমাদের বাপ-দাদাদের নিন্দা করিয়াছেন, তাহাদের ধর্মকে খারাপ বলিয়াছেন, তাহাদিগকে বেঅকুফ বলিয়াছেন, তাহাদের মা'বুদগুলির নিন্দা করিয়াছেন, তাহাদের ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দিয়াছেন এবং এমন কোন খারাবি অবশিষ্ট নাই যাহা আমাদের ও আপনার মাঝে আপনি আনয়ন করেন নাই। আপনার এই সকল কথার উদ্দেশ্য যদি ধনসম্পদের প্রত্যাশা হইয়া থাকে তবে আমরা আপনার জন্য এত পরিমাণ ধনসম্পদ জমা করিয়া দিব যে, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান হইয়া যাইবেন। যদি আপনি সরদারীর প্রত্যাশী হন তবে আমরা আপনাকে আমাদের সরদার বানাইয়া লইব। আর যদি আপনি বাদশাহী চাহিয়া থাকেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের বাদশাহ বানাইয়া লইব। আর যদি আপনার দ্বারা যাহা কিছু হইতেছে তাহা এমন কোন জ্বীন-ভূতের আছরের দরুন হইয়া থাকে যাহাকে দূর করিতে আপনি অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তবে আমরা উহার চিকিৎসায় আমাদের যাবতীয় ধনসম্পদ ব্যয় করিতে থাকিব, যতক্ষণ না আপনি সুস্থ হইবেন অথবা আমরা অক্ষম বলিয়া সাব্যস্ত হইব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যাহা বলিতেছ, উহার কোনটাই আমাদের মধ্যে নাই। আমি তোমাদের নিকট যে দাওয়াত লইয়া আসিয়াছি উহার দ্বারা উদ্দেশ্য না তোমাদের ধনসম্পদ, না তোমাদের সরদারী আর না তোমাদের উপর বাদশাহী, বরং

WWW.BANGLAKITAB.COM

আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল হিসাবে পাঠাইয়াছেন এবং তিনি আমার উপর কিতাব নাযিল করিয়াছেন। আর আমাকে আদেশ করিয়াছেন যেন আমি তোমাদের মধ্যে যে মান্য করিবে তাহাকে সুসংবাদ দান করি এবং যে অমান্য করিবে তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করি। অতএব আমি তোমাদিগকে আমার রব্বের পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করিয়াছি। আমি তোমাদের নিকট যাহা কিছু আনয়ন করিয়াছি যদি তোমরা উহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া–আখেরাতে তোমরা খোশনসীব হইবে। আর যদি তোমরা উহা প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অপেক্ষায় সবর করিব। তিনিই আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দিবেন।

কোরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জবাব শুনিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ, আমরা যাহা কিছু আপনার সামনে পেশ করিলাম যদি আপনি তাহা গ্রহণ না করেন তবে আপনি ত ভালরূপেই জানেন, আমাদের ন্যায় এরূপ সংকীর্ণ শহরের অধিবাসী, মালদৌলতে কম ও কষ্টকর জীবন যাপনকারী আর কেহ নাই। অতএব আপনাকে যিনি এই দাওয়াত দিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার সেই রব্বের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন এই পাহাড়সমূহকে যাহা আমাদের শহরকে সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সরাইয়া দেন এবং আমাদের শহরকে প্রশস্ত করিয়া দেন, সিরিয়া ও ইরাকের ন্যায় আমাদের এলাকায় নহর প্রবাহিত করিয়া দেন। আর আমাদের মৃত বাপ–দাদাদের জীবিত করিয়া দেন এবং যাহাদেরকে জীবিত করিবেন তাহাদের মধ্যে যেন কুসাই ইবনে কেলাবও থাকেন, কেননা তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী বুযুর্গ ছিলেন। আমরা তাহাদিগকে আপনার কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইব। আপনি যদি আমাদের এই সকল দাবী পূরণ করেন এবং আমাদের মৃত পূর্বপুরুষগণ জীবিত হইয়া আপনার সত্যতা স্বীকার করেন তবে আমরাও আপনাকে সত্য মানিয়া লইব। আর আমরা ইহাও বুঝিতে পারিব যে, আল্লাহর নিকট আপনার যথেষ্ট মর্যাদা রহিয়াছে এবং আপনার কথা

অনুযায়ী সত্যই তিনি আপনাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে এই কাজের জন্য পাঠানো হয় নাই। আমি তোমাদের নিকট তাহাই লইয়া আসিয়াছি যাহা আল্লাহতায়ালা আমাকে দিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি আমাকে যাহা দিয়া পাঠাইয়াছেন আমি তাহা তোমাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছি। যদি তোমরা উহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া আখেরাতে তোমরা খোশনসীব হইবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অপেক্ষায় সবর করিব। তিনিই আমার ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন।

তাহারা বলিল, আপনি যদি আমাদের জন্য ইহা করিতে রাজী না হন তবে আপনার নিজের জন্য করুন। আপনি আপনার রব্বের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি একজন ফেরেশতা পাঠাইয়া দেন যিনি আপনার কথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দান করেন এবং আপনার পক্ষ হইতে আমাদের প্রশ্নাদির জবাব দান করেন। আর এই প্রার্থনা করুন যেন,তিনি আপনাকে বাগ–বাগিচা, ধনভাণ্ডার ও স্বর্ণ–রূপার মহলসমূহ বানাইয়া দেন যাহাতে আপনাকে এই কষ্ট–ক্লেশ করিতে না হয় যাহা আমরা দেখিতেছি। অর্থাৎ আপনাকে বাজারে যাইতে হয় এবং আমাদের ন্যায় আপনাকে জীবিকার সন্ধান করিতে হয়। আপনার রব্ব যদি এইরূপ করেন, তবে আমরা জানিতে পারিব যে, আপনার রব্বের নিকট আপনার উচ্চ মর্যাদা রহিয়াছে এবং আপনার দাবী অনুসারে সত্যই আপনি রাসূল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি না এরূপ করিব, আর না আমি এমন ব্যক্তি, যে তাহার রব্বের নিকট এই সকল বিষয় প্রার্থনা করে এবং না আমাকে তোমাদের নিকট এই কাজের জন্য পাঠানো হইয়াছে। বরং আল্লাহ তায়ালা আমাকে সুসংবাদদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে পাঠাইয়াছেন। আমি যাহা লইয়া আসিয়াছি যদি তোমরা তাহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া আখেরাতে তোমাদের সুনসীবই

www.BANGLAKITAB.com

বলিব। আর যদি তোমরা তাহা প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অপেক্ষায় সবর করিব। আল্লাহ তায়ালাই আমার ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। তাহারা বলিল, তবে আপনি আমাদের মাথার উপর আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলুন, যেমন আপনি দাবী করিয়া থাকেন যে, আপনার রব্ব ইচ্ছা করিলে এমন করিতে পারেন। আপনি এইরূপ করিয়া না দেখাইলে আমরা আপনার উপর কখনই ঈমান আনিব না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা ত আল্লাহর কাজ, তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের সহিত এইরূপ করিতেও পারেন। তাহারা বলিল, হে মুহাম্মাদ, আপনার রব্ব কি ইহা জানিতেন না যে, আমরা আপনার সহিত বসিব এবং আপনার নিকট এতক্ষণ যাহা চাহিয়াছি তাহা চাহিব এবং যাহা দাবী করিয়াছি তাহা দাবী করিব? অতএব তিনি পূর্ব হইতেই আপনাকে জানাইয়া দিতেন এবং আপনি আমাদিগকে কি জবাব দিবেন তাহা শিখাইয়া দিতেন, আর ইহাও বলিয়া দিতেন যে, আমরা যদি আপনার কথা না মানি তবে তিনি আমাদের সহিত কি ব্যবহার করিবেন? আমরা এই সংবাদ পাইয়াছি যে, ইয়ামামার রহমান নামক এক ব্যক্তি আপনাকে এই সকল কথা শিক্ষা দিতেছে। খোদার কসম, আমরা রহমানের উপর কোনদিন ঈমান আনিব না। হে মুহাম্মাদ, আমরা আপনাকে সর্বপ্রকার সুযোগ দান করিয়াছি, কিছুই বাকী রাখি নাই। শুনিয়া রাখুন, খোদার কসম, আমরা এইবার আপনাকে রেহাই দিব না। এযাবৎ আপনি আমাদের সহিত যাহা করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতিশোধ লইয়া ছাড়িব। ইহাতে হয়ত আমরা আপনাকে ধ্বংস করিয়া দিব অথবা আপনি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। এমন সময় তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, আমরা ফেরেশতাদের এবাদত করি, যাহারা আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহ)। অপর একজন বলিল, যতক্ষণ আপনি আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাগণকে দলে দলে আমাদের সম্মুখে আনিয়া হাজির না করিবেন ততক্ষণ আমরা

আপনার প্রতি ঈমান আনিব না (নাউযুবিল্লাহ)।

কোরাইশগণ এই ধরনের কথাবার্তা আরম্ভ করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ফুফু আতেকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের ছেলে—আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়্যাহ ইবনে মুগীরাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মাখযুমও তাঁহার সহিত উঠিল এবং বলিল, হে মুহাম্মাদ, আপনার কাওম আপনার নিকট মালদৌলত, সরদারী ও বাদশাহী পেশ করিল, কিন্তু আপনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তারপর তাহারা নিজেদের জন্য কিছু জিনিস চাহিল, যাহাতে আল্লাহর নিকট আপনার মর্যাদা কতখানি তাহা বুঝিতে পারে, আপনি তাহাও করিলেন না। অতঃপর তাহারা এই দাবী জানাইয়াছে যে, আপনি তাহাদিগকে যে আযাবের ভয় দেখাইতেছেন তাহা জলদি লইয়া আসুন। খোদার কসম, আপনি যদি আকাশ পর্যন্ত সিঁড়ি স্থাপন করিয়া দেন, তারপর সেই সিঁড়িতে পা রাখিয়া আমার চোখের সামনে আকাশে উঠিয়া যান, আর আকাশ হইতে খোলা কিতাব লইয়া নামিয়া আসেন এবং চারজন ফেরেশতা আপনার সহিত নামিয়া আসিয়া আপনার কথার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় তবে আমি ঈমান আনিব। আর খোদার কসম, আপনি যদি এরূপ করিতে সক্ষমও হন, তথাপি আমার ধারণা হয়, আমি আপনাকে সত্য বলিয়া মানিতে পারিব না। এই বলিয়া সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে চলিয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিষন্ন মনে আফসোসের সহিত ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কারণ, একে ত কাওমের লোকেরা যখন তাঁহাকে ডাকিল তখন তাহাদের ঈমান আনার ব্যাপারে মনে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল না, দ্বিতীয়তঃ দেখিলেন, তাহারা দিন দিনই দূরে সরিয়া যাইতেছে।

(তফসীরে ইবনে কাসীর)

www.BANGLAKITAB.com

আবুল হাইসার ও বনু আবদুল আশহালের কতিপয় যুবককে দাওয়াত প্রদান

বনু আবদুল আশহালের মাহমুদ ইবনে লাবীদ বলেন, আবুল হাইসার আনাস ইবনে রাফে' যখন (মদীনা হইতে) মক্কায় আসিল তখন তাহার সহিত বনু আশহাল গোত্রের কতিপয় যুবকও আসিল। তাহাদের মধ্যে ইয়াস ইবনে মুআয (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা আপন কাওম খাযরাজের পক্ষ হইতে কোরাইশদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য আসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া তাহাদের নিকট যাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, তোমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছ তাহা অপেক্ষা উত্তম কথা তোমাদেরকে বলিব কি? তাহারা বলিল, তাহা কি? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁহার বান্দাদের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাই, যাহাতে তাহারা তাঁহার এবাদত করে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করে। তিনি আমার উপর কিতাব নাযেল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করিলেন এবং তাহাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। উঠতি বয়সের যুবক ইয়াস ইবনে মুআয (রাঃ) বলিলেন, হে আমার কাওম, খোদার কসম, তোমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, এই কথাগুলি তাহা অপেক্ষা উত্তম। ইয়াসের কথা শুনিয়া আবুল হাইসার আনাস ইবনে রাফে' এক মুষ্টি কঙ্কর লইয়া তাহার মুখের উপর মারিল এবং বলিল, তোমার কথা রাখ, আমার জীবনের কসম, আমরা ত অন্য কাজের জন্য আসিয়াছি। হযরত ইয়াস নিরব হইয়া গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এ সকল লোকও মদীনায় ফিরিয়া গেল। অতঃপর আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের মধ্যে বুআস নামক (ঐতিহাসিক) যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ইহার কিছুকাল পরেই হযরত ইয়াস ইবনে মুআয (রাঃ)এরও ইন্তেকাল হইয়া গেল।

মুহাম্মাদ ইবনে লাবীদ বলেন, ইয়াস ইবনে মুআয (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় আমার কাওমের যাহারা তাহার নিকট উপস্থিত ছিল তাহারা আমাকে বলিয়াছে যে, তাহারা হযরত ইয়াস (রাঃ)কে মৃত্যুর সময় বারংবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও সুবহানাল্লাহ পড়িতে শুনিয়াছে। অতএব মুসলমান অবস্থায় যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, এই ব্যাপারে কাহারও সন্দেহ রহে নাই। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে ইসলামের কথা শুনিয়া সেই মজলিসেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (কানযুল উম্মাল)

জনসমাবেশে দাওয়াত প্রদান

নিকট আত্মীয়দিগকে ইসলামের দাওয়াত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ –

অর্থ ঃ আপনার নিকট আত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া মারওয়া পাহাড়ে আরোহনপূর্বক উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, হে ফেহেরের বংশধরগণ! আওয়াজ শুনিয়া সকল কুরাইশ সমবেত হইল। আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলিল, এই যে ফেহেরের বংশধরগণ আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আপনি কি বলিবেন, বলুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে গালিবের সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া ফেহেরের বংশ হইতে মুহারিব ও হারিসের সন্তানগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে লুআই ইবনে গালিবের সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু তাইমিল আদরাম ইবনে গালিবগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে কা'ব ইবনে লুআই-এর সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু আমের ইবনে লুআইগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে মুররাহ ইবনে কা'ব এর

www.BANGLAKITAB.com

সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু আদি ইবনে কা'ব, বনু সাহ্ম ও বনু জুমাহ ইবনে আমর ইবনে হুসাইস ইবনে কা'ব ইবনে লুআইগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে কেলাব ইবনে মুররাহ এর সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু মাখযুম ইবনে ইয়াকযাহ ইবনে মুররাহ ও বনু তাইম ইবনে মুররাহগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে কুসাই এর সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু যোহরা ইবনে কেলাবগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে আবদে মানাফের সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু আব্দেদ দার ইবনে কুসাই, বনু আসাদ ইবনে আব্দিল ওয্যা ইবনে কুসাই ও বনু আব্দ ইবনে কুসাইগণ চলিয়া গেল। আবু লাহাব বলিল, এই যে আব্দে মানাফের সন্তানগণ আপনার নিকট উপস্থিত, কি বলিবেন, বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে হুকুম করিয়াছেন, যেন আমি আমার নিকট আত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করি। আর তোমরা কোরাইশের মধ্য হইতে আমার সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়। দুনিয়া–আখেরাতে আল্লাহর নিকট আমি তোমাদের জন্য কিছুই করিতে পারিব না যতক্ষণ না তোমরা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করিয়া লইবে। তোমরা যদি এই কলেমা স্বীকার করিয়া লও তবে আমি তোমাদের পক্ষে তোমাদের রব্বের নিকট সাক্ষ্য দিতে পারিব এবং সমগ্র আরব তোমাদের অনুগত হইবে, সমগ্র অনারব তোমাদের সামনে নতিস্বীকার করিবে।

আবু লাহাব বলিল, (নাউযুবিল্লাহ) ধ্বংস হউক তোমার। এইজন্যই কি আমাদিগকে ডাকিয়াছ? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা 'তাব্বাত ইয়াদা' সূরা নাযিল করিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হইয়াছে। (কান্য)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ –

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া 'সাফা' পাহাড়ে চড়িলেন এবং উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলেন— يَا صَبَاحَاهْ

অর্থাৎ, হে লোকসকল, ভোর হইতেই শত্রু আক্রমণ করিয়া বসিবে। সুতরাং এখানে সমবেত হও। অতএব সকলেই সমবেত হইল। কেহ ত নিজেই উপস্থিত হইল, আর যে নিজে আসিতে পারিল না সে তাহার প্রতিনিধি পাঠাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ! হে ফেহেরের সন্তানগণ! হে কা'বের সন্তানগণ! তোমরা বল, আমি যদি তোমাদিগকে এই সংবাদ দেই যে, 'এই পাহাড়ের পাদদেশে এক অশ্বারোহী শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর আক্রমন করিতে চাহিতেছে', তবে কি তোমরা আমার কথা সত্য বলিয়া মনে করিবে? তাহারা বলিল, হাঁ, আপনার কথাকে সত্য মনে করিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আগত এক ভয়াবহ আযাবের ভয় প্রদর্শন করিতেছি। ইহা শুনিয়া আবু লাহাব বলিল, (নাউযুবিল্লাহ) ধ্বংস হউক তোমার সারাদিন। আমাদিগকে কি এইজন্য ডাকিয়াছ? এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা সূরা লাহাব নাযিল করিলেন। (বিদায়াহ)

হজ্জের মৌসুমে আরব গোত্রসমূহকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিন বৎসর পর্যন্ত গোপনে দাওয়াত প্রদান করিয়াছেন। চতুর্থ বৎসর প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। দশ বৎসরকাল তিনি এই প্রকাশ্য দাওয়াতের কাজ করিতে রহিলেন। হজ্জের মৌসুমে, উকায, মাজান্নাহ ও যিলমাজায নামক বাজারসমূহে লোকদের অবস্থানস্থলে গমন করিতেন এবং তাহাদিগকে আহবান করিতেন যেন, তাঁহাকে সাহায্য ও হেফাজত করে, যাহাতে তিনি আপন রব্বের পয়গাম পৌঁছাইতে পারেন, বিনিময়ে তাহারা বেহেশত পাইবে। কিন্তু তাঁহাকে সাহায্য করিবে এমন একজন লোকও তিনি পাইতেন না। এইরূপে তিনি এক এক গোত্রের পরিচয় ও

WWW.BANGLAKITAB.COM

তাহাদের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ লইয়া তাহাদের নিকট গমন করিতেন। এইভাবে খোঁজ করিতে করিতে একবার তিনি বনু আমের ইবনে সা'সাআ নামক গোত্রের নিকট পৌছিলেন। তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কষ্ট দিল যাহা তিনি আর কাহারও নিকট হইতে পান নাই। এমনকি তিনি যখন তাহাদের নিকট হইতে ফিরিয়া চলিলেন তখন তাহারা পিছন হইতে তাঁহাকে পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অতঃপর তিনি বনু মুহারিব ইবনে খাসাফাহ গোত্রের নিকট পৌছিলেন। তাহাদের মধ্যে একশত বিশ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পাইয়া তাহার সহিত কথা বলিলেন এবং তাহাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন, আর তাহাকে এই আহবান জানাইলেন যে, আমাকে হেফাজত কর, যাহাতে আমি আমার রব্বের পয়গাম পৌছাইতে পারি। বৃদ্ধ লোকটি বলিল, আরে মিয়া! তোমার কাওম তোমার সম্পর্কে ভাল জানে। খোদার কসম, যে ব্যক্তি তোমাকে লইয়া ঘরে ফিরিবে সে হজ্জে আগমনকারী সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ জিনিস লইয়া ফিরিবে। (নাউযুবিল্লাহ) আমাদের নিকট হইতে দূর হও, এখান হইতে সরিয়া যাও। আবু লাহাব সেখানে দাঁড়াইয়া মুহারিবী বৃদ্ধটির কথাবার্তা শুনিতেছিল। সে বৃদ্ধকে বলিল, এই হজ্জ মৌসুমে সমবেত সকল লোক যদি তোমার ন্যায় হইত তবে সে যে দ্বীনের উপর কায়েম রহিয়াছে উহা পরিত্যাগ করিয়া দিত। (নাউযুবিল্লাহ) এই লোকটি বে-দ্বীন ও মিথ্যাবাদী। বৃদ্ধটি বলিল, খোদার কসম, তুমিই তাহার সম্পর্কে ভাল জানিবে, কারণ সে তোমারই ভাতিজা, তোমারই আত্মীয়। অতঃপর বৃদ্ধ বলিল, হে আবু ওতবাহ, আমার মনে হয় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। আমাদের সহিত স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তি আছে, যে উহার চিকিৎসা করিতে পারে। আবু লাহাব তাহার কথার কোন জবাব দিল না। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই কোন আরব গোত্রের নিকট দাঁড়াইতে দেখিত, আবু লাহাব চিৎকার করিয়া বলিত, এই ব্যক্তি বে-দ্বীন, মিথ্যাবাদী। (আবু নুআঈম)

বনু আব্স গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

ওয়াবেসা আবসী (রহঃ)এর দাদা বলেন, আমরা মিনাতে জামরায়ে উলার নিকট মসজিদে খাইফের পাশে অবস্থান করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীতে আরোহন করিয়া মিনায় আমাদের নিকট আসিলেন। তাঁহার উষ্ট্রীর পিছনে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে দাওয়াত দিলেন। খোদার কসম, আমরা কবুল করি নাই। আর আমরা কবুল না করিয়া ভাল করি নাই। আমরা পূর্বেই তাঁহার সম্পর্কে ও হজ্জের মৌসুমে তাঁহার দাওয়াত সম্পর্কে শুনিয়াছিলাম। অবশেষে তিনি আমাদের নিকট আসিয়া আমাদিগকে দাওয়াত দিলেন ; কিন্তু আমরা তাহা গ্রহণ করিলাম না। আমাদের সহিত মাইসারাহ ইবনে মাসরুক আব্সীও ছিল। সে বলিল, আমি আল্লাহর নামে হলফ করিয়া বলিতেছি, আমরা যদি এই ব্যক্তিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই এবং তাঁহাকে আমাদের এলাকায় লইয়া যাইয়া নিজেদের মাঝে রাখি তবে ইহা একটি বুদ্ধিমত্তার কাজ হইবে। আমি আল্লাহর নামে হলফ করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহার কথা অবশ্যই (একদিন) বিজয় লাভ করিবে এবং সমগ্র দুনিয়ায় পৌছিয়া যাইবে। কাওমের লোকেরা বলিল, রাখ তোমার কথা, এমন কথা কেন পেশ করিতেছ, যাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

হযরত মাইসারা (রাঃ)এর কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে তাহার প্রতি একটু আশার সঞ্চার হইল। অতএব তিনি তাহার সহিত কথা বলিলেন। হযরত মাইসারা (রাঃ) বলিলেন, আপনার কথা কতই না সুন্দর, কতই না নূরান্বিত! কিন্তু (কি করিব) আমার কাওম আমার বিরোধিতা করিতেছে। আর আপন কাওমকে লইয়াই যখন মানুষকে চলিতে হয় তখন যদি কাওমই সাহায্য করিতে প্রস্তুত না হয় তবে শত্রুর নিকট আশা করা ত আরো দূরের ব্যাপার। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া

www.BANGLAKITAB.com

আসিলেন। আর উক্ত কাওমের লোকেরাও তাহাদের বাড়ীর উদ্দেশে রওয়ানা হইয়া গেল। পথিমধ্যে হযরত মাইসারা (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, চল আমরা 'ফাদাক'এ যাই। সেখানে ইহুদীরা আছে, তাহাদের নিকট এই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। সুতরাং তাহারা ইহুদীদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল। ইহুদীরা তাহাদের সম্মুখে একখানা কিতাব আনিয়া রাখিল এবং উহার মধ্য হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। উহাতে লেখা ছিল যে, (তিনি) নবী উম্মী (নিরক্ষর) ও আরবী হইবেন। উটের পিঠে আরোহন করিবেন, সাধারণ রুটির টুকরা খাইয়া কালাতিপাত করিবেন। (অর্থাৎ সাধারণভাবে জীবনযাপন করিবেন।) না অতি লম্বা হইবেন, না অতি খাট। তাঁহার চুল মুবারক না একেবারে কোঁকড়ানো আর না একেবারে সোজা হইবে। (বরং উভয়ের মাঝামাঝি হইবে।) তাঁহার চোখে রক্তিম ডোরা থাকিবে। শরীরের রং হইবে সাদা লাল মিশ্রিত।

অতঃপর ইহুদীরা বলিল, তোমাদিগকে যিনি দাওয়াত দিয়াছেন তিনি যদি এই রকমই হইয়া থাকেন তবে তোমরা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ কর এবং তাঁহার দ্বীনে দাখেল হইয়া যাও। আমরা হিংসার দরুন তাহার অনুসরণ করিতে পারিব না। উপরন্তু আমাদের সহিত তাঁহার অনেক বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। সমগ্র আরব দুই দলে বিভক্ত হইবে—একদল যাহারা তাঁহার অনুসারী হইবে, আরেক দল, যাহারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে। তোমরা তাঁহার অনুসারীদের দলভুক্ত হইয়া যাও।

এই সকল কথা শুনিবার পর হযরত মাইসারাহ (রাঃ) বলিলেন, হে আমার কাওম, এখন তো সবকিছু পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কাওমের লোকেরা বলিল, আমরা আগামী হজ্জের মৌসুমে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তারপর তাহারা দেশে ফিরিয়া গেল এবং তাহাদের গণ্যমান্য লোকদের সহিত উক্ত বিষয়ে আলোচনা করিল। তাহাদের গণ্যমান্য লোকেরা ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল এবং নিষেধ করিল। সুতরাং তাহাদের কেহই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

অনুসরণ করিল না।

পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলেন এবং বিদায়ী হজ্জে গেলেন তখন হযরত মাইসারাহ (রাঃ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যেদিন আমাদের অবস্থানস্থলের নিকট উট বসাইয়া নামিয়াছিলেন আমি সেই দিন হইতে আপনার অনুসরণের আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু যাহা হইবার ছিল তাহাই হইয়াছে এবং আমার দেরীতে ইসলাম গ্রহণ করাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। সেইদিন যাহারা আমার সঙ্গে ছিল তাহাদের অনেকেই মারা গিয়াছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহাদের কোথায় ঠিকানা হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে কেহ দ্বীনে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের উপর মারা যাইবে তাহার ঠিকানা জাহান্নাম হইবে। হযরত মাইসারাহ (রাঃ) বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে (জাহান্নাম হইতে) বাঁচাইয়াছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং উত্তম মুসলমান হিসাবে জীবন অতিবাহিত করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার বড়ই সম্মান করিতেন। (আবু নুআঈম)

কিন্দাহ গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে রোমান ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর (রাঃ) বলেন, উকাযের মেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্দার লোকদের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাহাদের ন্যায় নম্র স্বভাবের আর কোন আরবগোত্র ইতিপূর্বে পান নাই। তিনি তাহাদের নম্র ও সহাস্য ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতেছি যাহার কোন শরীক নাই এবং এই আহ্বান করিতেছি যে, তোমরা যেরূপ নিজেদের হেফাযত করিয়া থাক সেইরূপ আমার হেফাযত কর। অতঃপর

www.BANGLAKITAB.com

যদি আমি জয়লাভ করি তবে তোমাদের পূর্ণ এখতিয়ার থাকিবে। (আমার পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি কোন জবরদস্তি করা হইবে না।) গোত্রের অধিকাংশ লোক বলিল, কতই না সুন্দর কথা! তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদার মা'বুদদেরই পূজা করিব। তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, হে আমার কাওম, অন্যরা অগ্রগামী হইবার পূর্বে তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি অগ্রগামী হও। খোদার কসম, আহলে কিতাবগণ বলিয়া থাকে যে, হারাম শরীফ হইতে একজন নবী আবির্ভূত হইবেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। কাওমের মধ্যে এক চক্ষু বিশিষ্ট একজন কানা লোক ছিল। সে বলিল, আস, আমার কথা শুন, যাহাকে তাহার কাওম বাহির করিয়া দিয়াছে, তোমরা তাহাকে আশ্রয় দিবে? তোমরা কি সমগ্র আরবের সহিত যুদ্ধের ঝুঁকি লইতে চাও? না, এমন কাজ করিতে যাইওনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিষন্ন মনে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্দার লোকেরাও দেশে ফিরিয়া গেল। দেশে যাইয়া তাহারা কাওমের অন্যান্য লোকদের সহিত এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করিল। এক ইহুদী শুনিয়া বলিল, তোমরা এক সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়াছ। তোমরা যদি সর্বাগ্রে তাঁহার কথা মানিয়া লইতে তবে আরবের নেতৃত্ব লাভ করিতে। আমরা আমাদের ধর্মীয় কিতাবে তাঁহার দেহাবয়ব ও গুণাগুন সম্পর্কে বর্ণনা পাই। তারপর সেই ইহুদী কিতাব হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব ও গুণাগুন পড়িয়া শুনাইতে লাগিল এবং যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিল তাহারা কিতাবের বর্ণনার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুবহু মিল রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল। অতঃপর ইহুদী বলিল, আমরা আমাদের কিতাবে ইহাও পাই যে, তিনি মক্কায় আবির্ভূত হইবেন এবং ইয়াসরাব অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করিবেন। এই সকল কথা শুনিয়া তাহারা একমত হইল যে, আগামী হজ্জের মৌসুমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। কিন্তু তাহাদের এক সরদার তাহাদিগকে সেই বৎসর হজ্জে যাইতে

নিষেধ করিয়া দিল। অতএব তাহাদের কেহই আর সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। উক্ত ইহুদী মারা গেল। মৃত্যুর সময় তাহাকে লোকেরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে এবং তাঁহার উপর ঈমান আনিতে শুনিল। (আবু নুআঈম)

বনু কা'ব গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

আবদুর রহমান আমেরী (রহঃ) তাহার কাওমের কয়েকজন বুযুর্গ ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন, তাহারা বলিয়াছেন যে, উকাযের বাজারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ কাওমের লোক? বলিলাম, আমরা বনু আমের ইবনে সা'সাআ গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বনু আমের হইতে কোন্ খান্দানের লোক? আমরা বলিলাম, বনু কা'ব ইবনে রাবীআহ খান্দানের। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ক্ষমতা ও প্রতাপ কেমন? আমরা বলিলাম, আমাদের সম্মুখ হইতে কোন জিনিস তুলিয়া নিবার অথবা আমাদের আগুনে হাত সেঁকিবার সাহস কাহারও নাই। (অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত বাহাদুর কাওম, কেহ আমাদের মুকাবিলা করিতে পারে না।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল, আমি যদি তোমাদের নিকট আসি তবে তোমরা আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে কি? যাহাতে আমি আমার রব্বের পয়গাম পৌছাইতে পারি। আমি তোমাদের কাহাকেও কোন বিষয়ে জবরদস্তি করিব না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোরাইশের কোন্ খান্দান হইতে? তিনি বলিলেন, আবদুল মুত্তালিবের খান্দান হইতে। তাহারা বলিল, বনু আব্দে মানাফ আপনার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছে? তিনি বলিলেন, তাহারাই ত সর্বপ্রথম আমাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহারা বলিল, কিন্তু আমরা আপনাকে তাড়াইয়াও দিব না এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনিব না। তবে আমরা আপনার

www.BANGLAKITAB.com

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিব, যাহাতে আপনি আপনার রব্বের পয়গাম পৌঁছাইতে পারেন। অতএব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের নিকট অবস্থান করিলেন। লোকেরা বাজারে বেচাকেনার কাজে মশগুল হইয়া গেল। এমন সময় বাইহারাহ ইবনে ফেরাস কুশাইরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, আমি তোমাদের নিকট একজন অপরিচিত লোক দেখিতে পাইতেছি। কে এই লোকটি? তাহারা বলিল, ইনি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ কোরাইশী। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার সহিত তোমাদের কি সম্পর্ক? তাহারা বলিল, তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং আমাদের নিকট এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, আমরা তাঁহাকে নিজের দেশে লইয়া যাইয়া তাঁহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি, যাহাতে তিনি নিজের রব্বের পয়গাম পৌঁছাইতে পারেন। সে বলিল, তোমরা কি জবাব দিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা তাঁহাকে মারহাবা ও স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছি যে, আমরা আপনাকে আমাদের দেশে লইয়া যাইব এবং আমরা নিজেদের জন্য যেরূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া থাকি সেরূপ আপনার জন্য করিব। বাইহারাহ বলিল, এই বাজারের লোকদের মধ্যে তোমাদের অপেক্ষা অধিক খারাপ জিনিস লইয়া কেহ ঘরে ফিরিতেছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তোমরা এমন কাজ করিতে উদ্যত হইতেছ যাহাতে সমস্ত লোক তোমাদিগকে বয়কট করিবে এবং সমগ্র আরব ঐক্যবদ্ধভাবে তোমাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। তাহার কাওমই তাহাকে ভালরূপে জানে। কাওমের লোকেরা যদি তাহার মধ্যে কোন মঙ্গল দেখিত তবে তাহারাই সর্বাধিক ভাগ্যবান হইত। (নাউযুবিল্লাহ) সে কাওমের একজন কম আক্কেল লোক, যাহাকে তাহারা তাড়াইয়া দিয়াছে এবং মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে, আর তোমরা কিনা তাহাকে আশ্রয় দিবে এবং সাহায্য করিবে। কি ভুল সিদ্ধান্তই না তোমরা গ্রহণ করিয়াছ! অতঃপর বাইহারাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিল, উঠ, তোমার কাওমের নিকট চলিয়া যাও। খোদার কসম, তুমি যদি

আমার কাওমের নিকট (আশ্রিত) না হইতে তবে আমি তোমার গর্দান উড়াইয়া দিতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া উটের পিঠে আরোহণ করিলেন। আর খবীস বাইহারাহ লাঠি দ্বারা তাঁহার উটের কোমরে খোঁচা মারিল, যাহাতে উট লাফাইয়া উঠিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

সেই সময় হযরত যুবাআহ বিনতে আমের ইবনে কুরত (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি তাহার বনু আমের গোত্রীয় চাচাত ভাইদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণকারিণী মহিলাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, হে আমেরের সন্তানগণ! আজ হইতে আমের গোত্রের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। তোমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এরূপ ব্যবহার করা হইতেছে অথচ তোমাদের কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে না। ইহা শুনিয়া হযরত যুবাআহ (রাঃ)এর তিনজন চাচাত ভাই বাইহারার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং দুই ব্যক্তি বাইহারার সাহায্যে আগাইয়া আসিল। প্রথমোক্ত তিন ভাইয়ের প্রত্যেকেই ইহাদের একেকজনকে ধরাশায়ী করিয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিল এবং তাহাদের দুইগালে খুব করিয়া চড় কষিয়া দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ এই তিন ভাইয়ের উপর বরকত নাযিল করুন এবং ঐ তিনজনের উপর লা'নত বর্ষণ করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্যকারী তিনজনই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। আর অপর তিনজন অভিশপ্ত হইয়া ধ্বংস হইয়াছে। বাইহারাকে যে দুইজন সাহায্য করিয়াছিল

www.BANGLAKITAB.com

তাহাদের একজনের নাম হইল হাযান ইবনে আবদুল্লাহ এবং অপরজনের নাম মুআবিয়া ইবনে ওবাদাহ। আর যে তিনজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাদের দুইজন হইলেন, সাহলের দুইপুত্র গিতরীফ ও গাতফান (রাঃ) এবং অপরজন হইলেন, ওরওয়া ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)। (বিদায়াহ)

যুহরী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আমের ইবনে সা'সাআহ গোত্রের নিকট আসিলেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন এবং নিজেকে তাহাদের সম্মুখে পেশ করিলেন (যেন তাঁহাকে সাহায্য করে)। তাহাদের মধ্য হইতে বাইহারাহ ইবনে ফেরাস নামক এক ব্যক্তি বলিল, খোদার কসম, আমি যদি এই কোরাইশী যুবকের হাত ধরি তবে তাহার দ্বারা সমগ্র আরবকে শেষ করিয়া দিতে পারি। তারপর নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আমরা যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি এবং অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আপনার প্রতিপক্ষের উপর বিজয় দান করেন তবে আপনার পর শাসন ক্ষমতা আমাদের জন্য হইবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই ক্ষমতা আল্লাহর, তিনি যাহাকে ইচ্ছা দিবেন। বাইহারাহ বলিল, বাহ্, আমরা আপনার জন্য সমগ্র আরবের সম্মুখে বুক পাতিয়া দিব আর যখন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বিজয় দিবেন তখন ক্ষমতা অন্যের জন্য হইবে? আপনাকে সাহায্য করার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাহারা সকলেই অস্বীকার করিল।

অতঃপর যখন লোকজন দেশে ফিরিয়া চলিল তখন বনু আমের ও তাহাদের এলাকায় ফিরিয়া গেল। তাহাদের এলাকায় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিল। অত্যাধিক বয়স হওয়ার দরুন সে তাহাদের সহিত হজ্জে যাইতে অক্ষম ছিল। নিয়ম ছিল যে, তাহারা হজ্জ হইতে ফিরিয়া তাহাকে হজ্জ মৌসুমের সমস্ত ঘটনাবলী শুনাইত। অতএব এইবার হজ্জ হইতে ফিরিবার

পর সে তাহাদিগকে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, বনু আবদুল মুত্তালিবের এক কোরাইশী যুবক আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিতেছেন। আমাদিগকে এই আহবান জানাইয়াছেন যে, আমরা তাহাকে সাহায্য করি এবং তাহাকে নিজেদের দেশে লইয়া আসি। এই সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধলোকটি মাথায় হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, হে বনি আমের, এই ভুলেরও কি কোন প্রতিকার আছে? উড়িয়া যাওয়া এই পাখীর লেজ কি আর ধরিতে পারিবে? (অর্থাৎ তোমরা এই সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করিয়া দিয়াছ।) সেই পাক যাতের কসম, যার হাতে অমুকের প্রাণ, কোন ইসমাঈলী কখনও মিথ্যা (নবুওয়াতের) দাবী করে নাই। তাঁহার দাবী সত্য দাবী, তোমাদের বোধ–বুদ্ধি কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল? (বিদায়াহ)

যুহরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্দাহ গোত্রের অবস্থানস্থলে আসিলেন। তাহাদের মধ্যে মালীহ নামক তাহাদের সর্দারও উপস্থিত ছিল। তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং নিজেকে তাহাদের নিকট পেশ করিলেন (যে, তোমরা আমাকে নিজেদের এলাকায় লইয়া যাও যাহাতে আমি আমার রব্বের পয়গাম পৌঁছাইতে পারি)। কিন্তু তাহারা সকলেই অস্বীকার করিল।

বনু কাল্‌বকে দাওয়াত প্রদান

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হুসাইন (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুন আবদুল্লাহ নামক বনু কালবের এক খান্দানের নিকট আসিলেন। তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং নিজেকে তাহাদের নিকট পেশ করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন, হে বনু আবদুল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পিতার জন্য অতি উত্তম নাম পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করিল না।

www.BANGLAKITAB.com

বনু হানীফাকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু হানীফার নিকট তাহাদের অবস্থানস্থলে গেলেন। তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং নিজেকে তাহাদের নিকট পেশ করিলেন (যে, তোমরা আমাকে তোমাদের এলাকায় লইয়া যাও যাহাতে আমি আমার রব্বের পয়গাম পৌঁছাইতে পারি)। কিন্তু তাহারা এমন বিশ্রীরূপে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল যে, আরবের কোন গোত্র এরূপ করে নাই। (বিদায়াহ)

বনু বকর গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আমি আপনার ও আপনার ভাইয়ের নিকট আমার হেফাজতের কোন ব্যবস্থা দেখিতেছি না, অতএব আপনি আগামীকল্য আমাকে বাজারে লইয়া যাইবেন কি? যাহাতে আরব গোত্রসমূহের অবস্থানস্থলে যাইয়া তাহাদের নিকট স্বস্তি লাভ করিতে পারি। সে সময় বাজারে আরব গোত্রসমূহের সমাগম ছিল।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, এই যে কিন্দাহ গোত্র ও তাহাদের দলের লোকেরা। ইয়ামান হইতে হজ্জে আগমনকারী সকল লোকের মধ্যে ইহারা শ্রেষ্ঠ। আর এই যে, বনু বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের অবস্থানস্থল, আর এই যে বনু আমের ইবনে সা'সাআ গোত্রের অবস্থান স্থল। আপনি ইহাদের মধ্য হইতে যাহাকে পছন্দ করেন গ্রহণ করুন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি প্রথম কিন্দাহ গোত্রের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ কাওমের লোক? তাহারা বলিল, আমরা ইয়ামানের লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়ামানের কোন্ বংশের লোক? তাহারা বলিল, আমরা কিন্দাহ গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিন্দার কোন্ খান্দান? তাহারা বলিল, আমরা বনু আমর ইবনে মুআবিয়া খান্দানের। তিনি বলিলেন, কল্যাণকর

জিনিস লইতে তোমাদের আগ্রহ আছে কি? তাহারা বলিল, কি সেই জিনিস? তিনি বলিলেন, তোমরা এই কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, নামায কায়েম কর এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে উহার প্রতি ঈমান আনয়ন কর।

বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আজলাহ (রহঃ) বলেন, আমার পিতা তাঁহার কাওমের বয়োবৃদ্ধদের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কিন্দার লোকেরা বলিল, আপনি যদি সাফল্য লাভ করেন তবে আপনার পরে বাদশাহী আমাদেরকে দিবেন কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বাদশাহী ত আল্লাহর, তিনি যাহাকে ইচ্ছা দিবেন। তাহারা বলিল, আপনি যাহা লইয়া আসিয়াছেন আমাদের উহার দরকার নাই।

বর্ণনাকারী কালবী হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলিল, আপনি কি আমাদিগকে আমাদের মা'বুদগুলি হইতে বিরত রাখিতে এবং সমগ্র আরবের সহিত আমাদের যুদ্ধ বাধাইতে আসিয়াছেন? আপনি নিজ কাওমের নিকট চলিয়া যান। আপনি যাহা লইয়া আসিয়াছেন আমাদের উহার কোন প্রয়োজন নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন এবং বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ কাওম? তাহারা বলিল, বকর ইবনে ওয়ায়েলের কাওম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বকর ইবনে ওয়ায়েলের মধ্য হইতে কাহার বংশ? তাহারা বলিল, কায়েস ইবনে সা'লাবার বংশ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সংখ্যা কত? তাহারা বলিল, বালুকণার ন্যায়, অনেক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের শক্তিসামর্থ্য কেমন? তাহারা বলিল, আমাদের কোন শক্তি সামর্থ্য নাই। আমরা পারস্যবাসীদের প্রতিবেশী, তাহাদের হাত হইতে না কাহাকেও রক্ষা করিতে পারি, আর না তাহাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও আশ্রয় দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়ার নিয়ম বাঁধিয়া লও। যদি তিনি তোমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখেন তবে তোমরা পারস্যবাসীদের ঘর-বাড়ী দখল করিবে, তাহাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করিবে এবং তাহাদের ছেলেদেরকে গোলাম বানাইবে। তাহারা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হইলেন। বর্ণনাকারী কালবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু লাহাব সর্বদা তাঁহার পিছনে লাগিয়া থাকিত এবং সে লোকদেরকে বলিত, 'তোমরা তাহার কথা গ্রহণ করিও না।'

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলিয়া যাইবার পর সে উক্ত কাওমের নিকট আসিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই লোকটির পরিচয় জান? সে বলিল, হাঁ, তিনি আমাদের বংশে সর্বোচ্চ ব্যক্তি। তোমরা তাঁহার সম্পর্কে কি জানিতে চাহিতেছ? তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিল এবং বলিল, তিনি এই দাবী করিতেছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আবু লাহাব বলিল, সাবধান, তাহার কথার কোন গুরুত্ব দিও না, (নাউযুবিল্লাহ) সে একজন পাগল, উলটপালট যাহা মাথায় আসে বকিতে থাকে। তাহারা বলিল, পারস্য সম্পর্কে তাহার কথাবার্তা শুনিয়া আমাদেরও তাহাই মনে হইয়াছে। (বিদায়াহ)

মিনায় বিভিন্ন গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

হযরত রাবীআহ ইবনে এবাদ (রাঃ) বলেন, আমি পিতার সহিত মিনায় অবস্থান করিতেছিলাম। আমি তখন যুবক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন আরব গোত্রের অবস্থানস্থলে আসিয়া বলিতেন, হে অমুক গোত্রের লোকেরা। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসাবে আগমন করিয়াছি। তোমাদিগকে আদেশ

করিতেছি যে, আল্লাহর এবাদত কর, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না এবং আল্লাহ ব্যতীত অপরাপর যে সকল অংশীদারদের তোমরা এবাদত করিয়া থাক উহাদিগকে পরিত্যাগ কর, আমার উপর ঈমান আনয়ন কর, আমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার কর এবং আমার হেফাজত কর, যাহাতে আমি আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম মানুষের নিকট স্পষ্টরূপে পৌঁছাইতে পারি।

হযরত রাবীআহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে টেরা চোখ বিশিষ্ট উজ্জ্বল বর্ণের এক ব্যক্তি ছিল, তাহার মাথায় দুইটি চুলের ঝুটি ও পরণে দুইটি আদনী চাদর ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার দাওয়াত ও কথা শেষ করিবার পর সে বলিল, হে অমুক গোত্রের লোকেরা! এই ব্যক্তি তোমাদিগকে এই আহবান জানাইতেছে যে, তোমরা লাত ও ওয্যা (এর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস)কে ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেল এবং বনু মালেক ইবনে আক্ইয়াশের মিত্র জ্বীনদেরকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার আনিত বিদআত ও গোমরাহীকে গ্রহণ কর। তোমরা তাহার কথা মানিও না এবং উহার প্রতি কর্ণপাত করিও না।

হযরত রাবীআহ (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বাজান, কে এই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে পিছনে চলিতেছে এবং তাহার কথাকে প্রতিহত করিতেছে? তিনি বলিলেন, সে তাঁহার চাচা আবদুল ওয্যা ইবনে আবদুল মুত্তালিব অর্থাৎ আবু লাহাব। (বিদায়াহ)

মুদরিক (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতার সহিত হজ্জে গেলাম। আমরা মিনায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, একদল লোক ভীড় করিয়া আছে। আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ভীড় কিসের? পিতা বলিলেন, (নাউযুবিল্লাহ) এ ব্যক্তি একজন বে-দ্বীন। তারপর দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতেছেন, হে লোকেরা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়, সফলকাম হইবে। (তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com

হারেস ইবনে হারেস গামেদী (রাঃ) বলেন, মিনায় অবস্থানকালে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ভীড় কিসের? তিনি বলিলেন, ইহারা এক বে-দ্বীন ব্যক্তির চারিদিকে ভীড় করিয়া আছে। চাহিয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদিগকে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন, আর লোকেরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছে। (এসাবাহ)

হযরত হাস্সান ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, আমি একবার হজ্জ করিলাম। দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন। আর তাঁহার সঙ্গীগণকে সাজা দেওয়া হইতেছে। আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলাম, (তিনি তখনও মুসলমান হন নাই) বনু আমর ইবনে মুআম্মালের এক দাসীকে সাজা দিতেছেন। তারপর যাইয়া যিন্নীরাহ (রাঃ)কে ধরিলেন এবং তাহাকেও সাজা দিতে লাগিলেন। (এসাবাহ)

বনু শাইবান গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই হুকুম দিলেন যে, 'আপনি নিজেকে আরব গোত্রসমূহের নিকট পেশ করুন', তখন তিনি মিনার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। আমি ও হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। আমরা আরবদের এক মজলিসের নিকট গেলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) অগ্রসর হইলেন এবং সালাম দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সর্বদা (নেককাজে) অগ্রগামী থাকিতেন এবং তিনি আরবদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ কাওমের লোক? তাহারা বলিল, আমরা রাবীআহ কাওমের লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাবীআর কোন্ বংশ? অতঃপর আবু নুআঈম (রহঃ) দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তারপর আমরা শান্তি ও গাম্ভীর্যপূর্ণ

এক মজলিসে উপস্থিত হইলাম। সেখানে অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) অগ্রসর হইয়া সালাম দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তিনি সর্বদাই (নেককাজে) অগ্রগামী থাকিতেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোন্ কাওমের লোক? তাহারা বলিলেন, আমরা বনু শাইবানা ইবনে সা'লাবার লোক। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, এই কাওমের মধ্যে ইহাদের অপেক্ষা সম্মানিত আর কেহ নাই।

উক্ত মজলিসে মাফরুক ইবনে আমর, হানী ইবনে কাবীসাহ, মুসান্না ইবনে হারেসাহ ও নো'মান ইবনে শরীক উপস্থিত ছিল এবং তন্মধ্যে মাফরুক ইবনে আমর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সর্বনিকটবর্তী ছিল। তাহাদের মধ্যে মাফরুকই কথাবার্তায় সকলের উপরে ছিল। তাহার চুলের দুইটি দীর্ঘ ঝুটি বুকের উপর ঝুলিয়া ছিল। যেহেতু মাফরুকই সকলের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকটবর্তী ছিল, সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সংখ্যা কিরূপ? মাফরুক বলিল, আমরা হাজারের অধিক, তবে এক হাজার তেমন কমসংখ্যা নহে যে, পরাজিত হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ? মাফরুক বলিল, আমাদের কাজ হইল চেষ্টা করা, আর বিজয় লাভ করা ত প্রত্যেক কাওমের আপন ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ও তোমাদের শত্রুর মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ হয়? মাফরুক বলিল, যুদ্ধের সময় আমরা সর্বাধিক ক্রোধান্বিত হই। আর ক্রোধান্বিত হইলেই আমাদের আক্রমণ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। আমরা উন্নতমানের যুদ্ধের ঘোড়াকে সন্তানের উপর এবং যুদ্ধাস্ত্রকে দুগ্ধবতী উটের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকি। তবে সাহায্য আল্লাহর পক্ষ হইতে আসিয়া থাকে, কখনও আমাদিগকে সাহায্য করেন আবার কখনও আমাদের বিপক্ষকে করেন। আপনি মনে

www.BANGLAKITAB.com

হয় কোরাইশ বংশীয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, (কোরাইশ বংশে) একজন আল্লাহর রাসূল (আবির্ভূত) হইয়াছেন বলিয়া যদি তোমরা সংবাদ পাইয়া থাক তবে ইনিই সেই ব্যক্তি। মাফরুক বলিল, হাঁ, আমরা এই সংবাদ পাইয়াছি যে, কোরাইশের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল বলিয়া দাবী করিতেছেন। তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ফিরিয়া চাহিল এবং বলিল, হে কোরাইশী ভাই, আপনি কিসের প্রতি দাওয়াত দিয়া থাকেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হইয়া বসিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া নিজ কাপড় দ্বারা তাঁহাকে ছায়া করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এই দাওয়াত দিতেছি যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও যে, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। আর তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও, আমার হেফাজত কর এবং আমাকে সাহায্য কর যাহাতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে যাহা কিছু আদেশ করিয়াছেন তাহা আমি তাঁহার পক্ষ হইতে পৌছাইতে পারি। কোরাইশগণ আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছে এবং হকের পরিবর্তে বাতিল লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবে আল্লাহ তায়ালাও কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসার যোগ্য।

মাফরুক বলিল, হে কোরাইশী ভাই! আপনি আর কি দাওয়াত দিয়া থাকেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন শরীফ হইতে এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ..... فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - (الانعام ١٥٣-١٥١)

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আস, আমি তোমাদিগকে ঐ সকল বিষয়গুলি পড়িয়া শুনাই যেগুলি তোমাদের রব্ব তোমাদের জন্য হারাম করিয়া

দিয়াছেন, তাহা এই যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিও না, আর পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে এবং নিজেদের সন্তানদিগকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করিও না ; আমি তোমাদিগকে এবং ইহাদিগকে রিযিক দান করিব, আর নির্লজ্জতার নিকটেও যাইও না, তাহা প্রকাশ্যই হউক আর গোপনই হউক, আর যাহাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করিয়াছেন,তাহাকে হত্যা করিও না, কিন্তু হকভাবে (অর্থাৎ শরীয়ত অনুযায়ী) ; তিনি এ বিষয়ে তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, যেন তোমরা বুঝ। এতীমের ধনসম্পত্তির নিকটও যাইও না কিন্তু এইরূপে যাহা উত্তম হয়—যে পর্যন্ত না তাহারা সাবালক হয়, আর পরিমাপ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে সম্পন্ন করিও—ন্যায়ের সহিত, আমি কোন মানুষকে তাহার সাধ্যাতীত কষ্ট প্রদান করি না, আর যখন তোমরা (সাক্ষ্য বা মীমাংসার) কথা বল, তখন ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিও, যদি সেই ব্যক্তি আত্মীয়ও হয়, আর আল্লাহর সহিত যে অঙ্গীকার কর উহা পূর্ণ করিও। এই সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন তোমরা স্মরণ রাখ। আর ইহা (–ও বলুন) যে, নিশ্চয় ইহা আমার পথ—যাহা সোজা, অতএব এই পথের অনুসরণ কর এবং অন্যসব পথের অনুসরণ করিও না, কেননা ঐ সকল পথ তোমাদিগকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, এই সকল বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন তোমরা মুত্তাকী হও।

মাফরুক বলিল, হে কোরাইশী ভাই, আর কি দাওয়াত দিয়া থাকেন? খোদার কসম, ইহা কোন যমীনবাসীর কালাম নহে, কারণ তাহাদের কালাম হইলে আমরা উহা সম্পর্কে পরিচিত হইতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ .... لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -(النحل ٩٠)

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়–নিষ্ঠা ও পরোপকার করা এবং আত্মীয়–স্বজনকে দান করার আদেশ করিতেছেন, আর তিনি

www.BANGLAKITAB.com

অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করিতে নিষেধ করিতেছেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে উপদেশ দেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

মাফরুক বলিল, হে কোরাইশী ভাই, খোদার কসম, আপনি উন্নত চরিত্রাবলী ও উত্তম আমলের প্রতি দাওয়াত দিয়াছেন। আর যাহারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং আপনার বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করিয়াছে তাহারা অবশ্যই ভ্রান্ত কথা বলিয়াছে।

মাফরুক যেন চাহিতেছিল যে, হানী ইবনে কাবীসাও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করুক। সুতরাং সে বলিল, ইনি হানী ইবনে কাবীসাহ, আমাদের মুরুব্বী ও আমাদের ধর্মীয় বিষয়ের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যাস্ত।

হানী বলিল, হে কোরাইশী ভাই, আপনার কথাবার্তা আমি শুনিয়াছি এবং উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমার অভিমত এই যে, আপনার সহিত ইহা আমাদের প্রথম বৈঠক। ইতিপূর্বে আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই এবং আগামীতে কি হইবে জানা নাই। তদুপরি আমরা আপনার ব্যাপারে এবং আপনি যে দাওয়াত দিয়াছেন উহার পরিণতি সম্পর্কে এখনও কোনপ্রকার চিন্তা–ভাবনা করিবার অবকাশ পাই নাই। অতএব এই মুহূর্তে নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার দ্বীন গ্রহণ করতঃ আপনার অনুসরণ করা একটি ভুল সিদ্ধান্ত ও ক্ষীণবুদ্ধিমত্তার কাজ এবং অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হইবে। তাড়াহুড়া করিলেই ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু আমাদের কাওমের অনেকেই এইখানে অনুপস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের অবর্তমানে আমরা কোন ওয়াদা অঙ্গীকার করাকে পছন্দ করি না। তবে আপনিও ফিরিয়া যান, আর আমরাও ফিরিয়া যাই। আপনিও চিন্তা করুন, আমরাও চিন্তা করি।

হানী যেন চাহিতেছিল যে, মুসান্না ইবনে হারেসাও এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করুক। সুতরাং সে বলিল, ইনি মুসান্না। আমাদের মুরুব্বী ও আমাদের যুদ্ধ পরিচালনার ভার তাহার উপর ন্যাস্ত।

মুসান্না বলিল, হে কোরাইশী ভাই, আমি আপনার কথাবার্তা

শুনিয়াছি। উহা আমার নিকট ভাল লাগিয়াছে এবং খুবই পছন্দ হইয়াছে। তবে আমার জবাবও তাহাই যাহা হানী ইবনে কবীসাহ দিয়াছে। কারণ আমরা ইয়ামামাহ ও সামামাহ এই দুই সীমান্তের মাঝে বসবাস করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুই সীমান্ত কি রকম? মুসান্না বলিল, একদিকে উপকূলীয় স্থলভাগ ও আরবের যমীন আর অপর দিকে পারস্য ভূখণ্ড ও কিসরার নহরসমূহ। আমরা কিসরার সহিত এই শর্তে আবদ্ধ হইয়া সেখানে বসবাস করিতেছি যে, আমরা নতুন কিছু উদ্ভাবন করিব না বা কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবককে সেখানে আশ্রয় দিব না। সুতরাং আপনি যে বিষয়ে আহবান জানাইতেছেন খুবসম্ভব বাদশাহগণ তাহা পছন্দ করিবেন না। অবশ্য আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা করা হয় এবং তাহার ওজরও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পারস্যদেশের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অপরাধীর অপরাধ মার্জনা করা হয় না বা তাহার কোন ওজরও গ্রহণ করা হয় না। অতএব আপনি যদি চান যে, আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমরা আপনাকে সাহায্য করি তবে আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। (কিন্তু পারস্যদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমরা আপনার সাহায্য করিতে পারিব না।)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার জবাব খারাপ হয় নাই, যেহেতু তুমি সত্য কথা পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছ। তবে আল্লাহর দ্বীন লইয়া সেই ব্যক্তিই দাঁড়াইতে পারিবে যে উহাকে সর্বদিক দিয়া হেফাযত করিতে প্রস্তুত হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তারপর আমরা আওস ও খাযরাজের মজলিসে গেলাম। আমরা উক্ত মজলিস হইতে উঠিবার পূর্বেই তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে (ইসলামের উপর) বাইআত হইলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এই গোত্রদ্বয়ের লোকেরা ছিলেন অতিশয় সত্যবাদী ও

WWW.BANGLAKITAB.COM

অত্যন্ত ধৈর্যশীল। রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে আল্লাহর দ্বীন লইয়া সেই ব্যক্তিই দাঁড়াইতে পারিবে যে উহাকে সর্বদিক দিয়া হেফাযত করিতে প্রস্তুত হইবে। তারপর তিনি বলিলেন, আচ্ছা তোমরা বল,যদি কিছুদিনের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা তাহাদের (অর্থাৎ পারস্যদের) দেশ ও তাহাদের ধনসম্পদ তোমাদিগকে দান করেন এবং তাহাদের মেয়েদিগকে তোমাদের স্ত্রী ও দাসী বানাইয়া দেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতে প্রস্তুত আছ? নো'মান ইবনে শারীক বলিল, হে কোরাইশী ভাই, আল্লাহর পানাহ! আপনার জন্য ইহাও কি সম্ভবপর হইবে! অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا - وَ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا - (احزاب ٤٥-٤٦)

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে এমন মর্যাদাশালীরূপে প্রেরণ করিয়াছি যে, আপনি সাক্ষী হইবেন ; আর আপনি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর দিকে আহবানকারী তাঁহারই আদেশে এবং একটি দীপ্তিমান প্রদীপ।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, হে আলী, জাহিলিয়াতের যুগেও আরবদের কি আখলাক! কতইনা উচ্চ আখলাকের অধিকারী তাহারা! এই উচ্চ আখলাকের দরুনই তাহারা দুনিয়ার যিন্দিগীতে একে অপরের (জান-মাল, আব্রু-ইয্যতের) হেফাযত করিয়া থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা আওস ও খাযরাজের

মজলিসে উপস্থিত হইলাম। আমরা উক্ত মজলিস হইতে উঠিবার পূর্বেই তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে (ইসলামের উপর) বাইআত হইয়া গেল। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তাঁহারা অতিশয় সত্যবাদী ও অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আরবদের বংশপরিচয় সম্পর্কিত এরূপ (গভীর) জ্ঞানের দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবা (রাঃ)দের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা কর ; কারণ বনু রাবিয়াহ গোত্র আজ পারস্যদের উপর বিজয় লাভ করিয়াছে। তাহারা পারস্যদের বাদশাহগণকে কতল করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদের সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। আর এই বনু রাবিয়াহ আমার কারণেই সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনু রাবিয়াহ যখন ফোরাত নদীর নিকটবর্তী 'কুরাকির' নামক স্থানে পারস্য সৈন্যদের মুখামুখী হইয়াছিল তখন তাঁহার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নামকে নিজেদের মধ্যে পরিচয় সংকেত হিসাবে সাব্যস্ত করিয়াছিল। এই কারণেই তাহারা পারস্যদের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং যুদ্ধজয়ের পর তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'লা (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) আনসার (রাঃ)দের সম্মান ও তাহাদের ইসলামে অগ্রগামীতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, যে ব্যক্তি আনসারদের মুহব্বাত করে না এবং তাঁহাদের হক বা অধিকারকে স্বীকার করে না সে মুমিন নহে। খোদার কসম, তাঁহারা আপন তলোওয়ার দ্বারা, বাকশক্তি দ্বারা ও জান কোরবান করিয়া এমনভাবে ইসলামের প্রতিপালন

www.BANGLAKITAB.com

করিয়াছেন, যেমন কেহ ঘোড়শাবকের প্রতিপালন করিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন মৌসুমে আরব গোত্রসমূহের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে দাওয়াত দিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করিত না। মাজান্নাহ ও ওকাযের মেলায় এবং মিনায় আরব গোত্রসমূহের অবস্থানস্থলে তিনি প্রতি বৎসরই যাইতেন। দীর্ঘদিন যাবৎ বার বার নিজেকে এইরূপে তাহাদের নিকট পেশ করার দরুন কোন গোত্রের কেহ এমনও বলিয়াছিল যে, এখনও কি আমাদের ব্যাপারে আপনার হতাশ হইবার সময় আসে নাই?

অবশেষে আনসারদের এই গোত্রের সহিত আল্লাহ তায়ালা যাহা এরাদা করিবার করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করিলে তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, সাহায্য করিলেন এবং সহানুভূতি দেখাইলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে উত্তম বদলা দান করুন। অতঃপর আমরা তাঁহাদের নিকট আগমন করিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে তাঁহাদের সহিত অবস্থান করিয়াছি। খোদার কসম, আমাদিগকে নিজ ঘরে লইয়া যাইবার ব্যাপারে তাঁহাদের মধ্যে এমন প্রতিযোগিতা হইত যে, অবশেষে লটারি করিতে হইত। তারপর তাঁহারা খুশীমনে আপন ধনসম্পদের উপর নিজেদের অপেক্ষা আমাদিগকে অধিক হক প্রদান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহিম আজমাঈন এর খাতিরে আপন বুকের রক্ত ঝরাইলেন। (আবু নুআঈম)

হযরত উম্মে সা'দ বিনতে সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে বিভিন্ন গোত্রকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিতেন। প্রতিউত্তরে তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইত, গালি দেওয়া হইত। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আনসারদের এই গোত্রকে (ইসলামের সাহায্যকারী হিসাবে) সম্মানিত করিবার ইচ্ছা করিলেন। সুতরাং (মিনায় অবস্থিত) আকাবার নিকট রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কয়েকজনের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মাথা মুণ্ডন করিতেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত উম্মে সা'দ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মাজান, তাঁহারা কে কে ছিলেন? তিনি বলিলেন, ছয়জন কি সাতজন লোক ছিলেন। তন্মধ্যে বনু নাজ্জারের তিনজন—হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) এবং আফরার দুই ছেলে। বাকি কয়জনের নাম তিনি বলেন নাই।

হযরত উম্মে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের নিকট বসিলেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিলেন, কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দাওয়াতকে গ্রহণ করিলেন এবং পরবর্তী বৎসর আবার সাক্ষাৎ করিলেন। ইহাই (বাইয়াতে) আকাবায়ে উলা অর্থাৎ প্রথম আকাবার বাইয়াত ছিল। তারপর দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত সংঘটিত হইল।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত উম্মে সা'দ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, তুমি কি আবু সিরমাহ কায়েস ইবনে আবি আনাস (রাঃ)এর কবিতা শুন নাই? আমি বলিলাম, তাহার কবিতা আমার জানা নাই। তিনি আমাকে তাহার কবিতার এই অংশটুকু শুনাইলেন—

ثَوَى فِىْ قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً يُذَكِّرُ لَوْلَا قَى صَدِيْقًا مُوَاتِيًا

অর্থ ঃ তিনি দশ বৎসরের অধিক কোরাইশদের মধ্যে অবস্থান করিয়া নসীহত ও তবলীগ করিয়াছেন। তিনি আশা করিতেছিলেন, হয়ত কোন সাহায্যকারী বন্ধু পাওয়া যাইবে।

উক্ত কবিতার আরো কতিপয় চরণ সামনে নুসরতের অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে আসিতেছে।

হযরত আকীল ইবনে আবিতালেব ও হযরত যুহরী (রাঃ) বলেন, মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অত্যাধিক

www.BANGLAKITAB.com

কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিলে তিনি তাঁহার চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)কে বলিলেন, চাচা, নিঃসন্দেহ আল্লাহ তায়ালা এমন কাওমের দ্বারা তাঁহার দ্বীনের সাহায্য করিবেন যাহারা আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদার খাতিরে কোরাইশদের এই বর্বারোচিত বিরোধিতাকে অতি তুচ্ছ মনে করিবে। অতএব আপনি আমাকে ওকাযের মেলায় লইয়া চলুন এবং সেখানে আরব গোত্রসমূহের অবস্থানগুলি আমাকে দেখাইয়া দিন। আমি তাহাদিগকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিব এবং এই আহবান জানাইব যে, তাহারা আমার হেফাযত করে ও আমাকে আশ্রয় দান করে, যাহাতে আমি আল্লাহর দেওয়া পয়গাম পৌঁছাইতে সক্ষম হই।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ভাতিজা, ওকাযের মেলায় চলুন, আমিও আপনার সহিত যাইব এবং আপনাকে আরবগোত্রগুলির অবস্থান দেখাইয়া দিব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম 'বনু সাকীফ' গোত্রের নিকট গেলেন। তারপর সেই বৎসর অন্যান্য গোত্রের নিকট যাইয়াও দাওয়াত দিলেন। পরবর্তী বৎসর যখন আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিবার আদেশ করিলেন তখন হজ্জের মৌসুমে আওস ও খাযরাজ গোত্রের আসআদ ইবনে যুরারাহ, আবু হাইসাম ইবনে তাইয়েহান, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ, সা'দ ইবনে রাবী', নো'মান ইবনে হারেসাহ ও ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ)—এই ছয়জনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মিনায় অবস্থানের দিনগুলির কোন এক রাত্রিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায়ে আকাবার নিকট তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাদের নিকট বসিলেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালাও তাঁহার এবাদতের প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং যে দ্বীনের জন্য তিনি আপন নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন উহার সাহায্যের প্রতি আহবান জানাইলেন। তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর কিছু অংশ পাঠ করিয়া শুনাইবার অনুরোধ জানাইলেন। তিনি সূরা ইবরাহীমের এই আয়াত

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا –

হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন। কোরআনের এই মধুর বাণী শুনিয়া তাহাদের অন্তর বিগলিত হইল এবং তাঁহারা বিনয়াবনত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা চলিতেছিল এমন সময় হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ শুনিয়া চিনিতে পারিলেন। নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাতিজা, আপনার নিকট ইহারা কাহারা? তিনি বলিলেন, চাচা, ইহারা ইয়াসরাব অর্থাৎ মদীনাবাসী—আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক। ইতিপূর্বে আরবের অন্যান্য গোত্রকে আমি যেরূপ দাওয়াত দিয়াছি। ইহাদেরকেও সেরূপ দাওয়াত দিয়াছি। তাহারা আমার দাওয়াত গ্রহণ করিয়াছে এবং আমার কথাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, আমাকে তাহারা আপন দেশে লইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া হযরত আব্বাস (রাঃ) নিজ বাহন হইতে নামিয়া উহাকে বাঁধিলেন। তারপর তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'হে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়, ইনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সকল মানুষ অপেক্ষা আমার নিকট প্রিয়। তোমরা যদি তাঁহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া থাক, তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়া থাক এবং তাঁহাকে তোমাদের সহিত বাহির করিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাক তবে আমি তোমাদের নিকট হইতে এরূপ অঙ্গীকার লইতে চাই যাহাতে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে না এবং তাঁহাকে ধোঁকা দিবে না। কারণ ইহুদীগণ তোমাদের প্রতিবেশী। আর ইহুদীরা তাঁহার চরম শত্রু। তাহাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত নহি।'

হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের ব্যাপারে হযরত আব্বাস (রাঃ)এর এরূপ অনাস্থা প্রকাশে হযরত আসআদ (রাঃ) অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি

www.BANGLAKITAB.com

অনুমতি দিন, আমরা তাঁহার কথার জবাব দিব। আপনি রাগান্বিত হন অথবা অপছন্দ করেন এমন কোন কথা বলিব না। আমরা শুধু আপনার দাওয়াত গ্রহণে আমাদের সত্যনিষ্ঠতা এবং আপনার প্রতি আমাদের ঈমানের কথাই ব্যক্ত করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের প্রতি আমার কোন খারাপ ধারণা নাই, সুতরাং তোমরা তাঁহার জবাব দিতে পার। অতঃপর হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, প্রত্যেক দাওয়াতের পদ্ধতি রহিয়াছে, কোনটা সহজ, আবার কোনটা কঠিন। আপনি আজ যে দাওয়াত দিয়াছেন তাহা লোকদের জন্য যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি কঠিন। আপনি আমাদিগকে পুরাতন ধর্ম ছাড়িয়া আপনার অনুসরণ ও আপনার দ্বীন গ্রহণের দাওয়াত দিয়াছেন। আর ইহা অত্যন্ত দুরুহ কাজ। তথাপি আমরা আপনার দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমাদেরকে প্রতিবেশী বা নিকট ও দূরের সকল আত্মীয় স্বজনের সহিত (দ্বীনের ব্যাপারে) সম্পর্ক ছিন্ন করিবার দাওয়াত দিয়াছেন। অথচ ইহাও একটি কঠিন কাজ। এতদসত্ত্বেও আমরা আপনার দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মজবুত দল রহিয়াছে। স্বদেশে আমরা সম্মান ও প্রতিপত্তি সহকারে বসবাস করিতেছি। সেখানে কেহ এমন আশা করিতে পারে না যে, কোন ভিনদেশী ব্যক্তি আমাদের সর্দার হইবে যাহাকে তাহার স্বগোত্রীয় লোকেরা নিঃসঙ্গ করিয়া দিয়াছে এবং তাহার চাচারা তাহাকে শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে। এমতাবস্থায় আপনি আমাদিগকে দাওয়াত দিয়াছেন যেন আমরা আপনাকে (আমাদের সর্দার রূপে) গ্রহণ করি। ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছি। এই সকল কাজ একমাত্র সেই পছন্দ করিতে পারে যাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতের ফয়সালা করিয়াছেন এবং যে এই সকল কাজের পিছনে ভাল পরিণতি কামনা করিয়াছে। অন্যথায় সকল মানুষের নিকটই এই সকল কাজ অপছন্দনীয়। আপনার আনীত সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান

রাখিয়া এবং আমাদের অন্তরে যে মা'রেফাত গাঁথিয়া গিয়াছে উহাকে সত্য স্বীকার করিয়া আমরা আমাদের যবান দ্বারা এই সকল কাজের দায়িত্ব স্বীকার করিতেছি এবং অন্তর দ্বারা উহা গ্রহণ করিতেছি। আমরা উহার জন্য আমাদের সর্বশক্তি ব্যয় করিব। আমরা আপনার নিকট ইহার উপর বাইআত হইব। আমাদের ও আপনার রব্বের নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হইব। আমাদের হাতের উপর আল্লাহর (সাহায্যের) হাত থাকিবে। আপনার রক্তের হেফাজত করিতে আমাদের রক্ত বহাইয়া দিব এবং আপনার জান রক্ষায় আমাদের জান কোরবান করিব। যে সকল বিষয় হইতে আমরা নিজেদের ও আপন স্ত্রী–পুত্রদের রক্ষা করিয়া থাকি সে সকল বিষয় হইতে আপনাকে রক্ষা করিব। আমরা যদি এই অঙ্গীকারকে পালন করি তবে তাহা আল্লাহর জন্যই পালন করিব। আর যদি বিশ্বাসঘাতকতা বা গাদ্দারী করি তবে তাহা আল্লাহর সহিত গাদ্দারী করার শামিল হইবে এবং আমরা বদবখত সাব্যস্ত হইব। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের এই নিবেদন সর্বাংশে সত্য, আমরা (এই অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে) আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করি।

অতঃপর হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আর আপনি! যিনি আমাদের ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝখানে নিজের কথা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহার দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি তাহা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। আপনি বলিয়াছেন, তিনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, আপনার নিকট সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয় তবে আমরাও তাঁহার খাতিরে নিকট ও দূরের সকল সম্পর্ক ও আত্মীয়তা ছিন্ন করিয়াছি। তিনি আল্লাহর রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে নিজের পক্ষ হইতে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি মিথ্যাবাদী নহেন। তিনি যাহা কিছু আনিয়াছেন উহার সহিত মানুষের কথার কোন মিল নাই। আর আপনি বলিয়াছেন, আমাদের নিকট হইতে মজবুত অঙ্গীকার গ্রহণ ব্যতীত আপনি তাঁহার

www.BANGLAKITAB.com

ব্যাপারে আমাদের উপর আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। ইহা আপনার একটি ন্যায্য দাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যে কেহ আমাদের নিকট এরূপ দাবী করিবে আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিব না। আপনি যাহা ইচ্ছা অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। (আমরা প্রস্তুত আছি।) তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি নিজের জন্য যাহা ইচ্ছা অঙ্গীকার গ্রহণ করুন এবং আপনার রব্বের পক্ষ হইতে যে কোন শর্ত আরোপ করিতে চাহেন করুন। এইভাবে বাইহাকী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (আবু নুআঈম)

নুসরতের উপর বাইআতের বর্ণনায় এবং নুসরতের অধ্যায়ে বাইআতের অপরাপর হাদীসের বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক বাজারে দাওয়াত প্রদান

যুল্‌মাজায বাজারে দাওয়াত প্রদান

বনী দীল গোত্রের হযরত রাবীআহ ইবনে এবাদ (রাঃ), যিনি জাহিলিয়াতের যুগ পাইয়াছিলেন এবং পরে মুসলমান হইয়াছেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাহিলিয়াতের যুগে যুলমাজাযের বাজারে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন, হে লোকসকল, তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড় সফলকাম হইবে। আর তাঁহার চারিপার্শ্বে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। তাঁহার পিছনে উজ্জ্বল চেহারা ও টেরা চক্ষুবিশিষ্ট মাথায় দুই ঝুঁটিধারী এক ব্যক্তি বলিতেছিল, এই ব্যক্তি বেদ্বীন,মিথ্যাবাদী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে যাইতেছিলেন লোকটিও সেদিকে এইসব বলিতে বলিতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিল। আমি লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তি তাঁহার চাচা, আবু লাহাব। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চাহিতেন, কিন্তু সে পিছনে লাগিয়া থাকিত।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার চারিপার্শ্বে প্রচণ্ড ভীড়ের দরুন লোকজন তাঁহার গায়ের উপর পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। কেহ কোন কথা বলিতে ছিল না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনবরত দাওয়াত দিতেছিলেন।

হযরত তারেক ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি যুলমাজাযের বাজারে ছিলাম। এমন সময় লালবর্ণের ডোরাদার একজোড়া চাদর পরিহিত এক যুবককে দেখিলাম, এই বলিতে বলিতে যাইতেছে—হে লোকসকল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়, তোমরা সফলকাম হইবে। আর এক ব্যক্তি যে তাঁহার পায়ের গোড়ালী সহ হাঁটুর নিম্নাংশকে রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছিল, তাঁহার পিছনে এই বলিতেছিল—'হে লোকসকল, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, তোমরা তাহার কথা মানিও না।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যুবক কে? একজন বলিল, প্রথমোক্ত ব্যক্তি একজন হাশেমী যুবক, যিনি নিজেকে আল্লাহর রাসুল বলিয়া দাবী করিতেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার চাচা—আবদুল ওয্যা (অর্থাৎ আবু লাহাব)।

(হাইছামী)

বনু মালেক ইবনে কেনানাহ এর এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুলমাজাযের বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, হে লোকসকল, তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড় সফলকাম হইবে। উক্ত ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আবু জেহেল তাঁহার উপর মাটি নিক্ষেপ করিতেছিল, আর বলিতেছিল, 'সাবধান, এই ব্যক্তি যেন তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম হইতে গোমরাহ করিয়া না দেয়। সে চাহিতেছে, তোমরা যেন তোমাদের মা'বুদগুলিকে পরিত্যাগ কর এবং লাত ও ওযযার উপাসনা ছাড়িয়া দাও।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করিতেছিলেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের হুলিয়া মুবারক ও সে সময়কার অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালবর্ণের ডোরাদার দুইটি চাদর পরিহিত ছিলেন। তাঁহার উচ্চতা মাঝারি ধরনের, শরীর মাংসল, চেহারা সুন্দর, মাথার চুল অত্যাধিক কাল ছিল। তিনি অত্যন্ত গৌরবর্ণের ফর্সা ছিলেন। তাঁহার চুল ছিল পরিপূর্ণ ও ঘন।

ওকাযের বাজারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত প্রদানের ঘটনা আরবগোত্রসমূহকে দাওয়াত প্রদানের বর্ণনার পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

নিকটাত্মীয়দেরকে দাওয়াত প্রদান

হযরত ফাতেমা ও সফিয়্যাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ –

অর্থ ঃ এবং আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, হে সফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, আল্লাহর নিকট হইতে তোমাদিগকে কিছু লইয়া দিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই। তবে হাঁ, আমার মালামাল হইতে তোমরা যাহা ইচ্ছা চাহিতে পার। (মুসলিম)

দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ –

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পরিবারস্থ লোকদেরকে ডাকিলেন। তাহারা ত্রিশজন একত্রিত হইল এবং খাওয়া

দাওয়া করিল। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার ঋণ পরিশোধ এবং অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে সে আমার সহিত বেহেশতে থাকিবে এবং সে আমার পরিবারের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হইবে। একজন বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো দরিয়াদিল মানুষ, আপনার এই সকল দায়িত্বের ভার কে বহন করিতে পারিবে! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তিনবার পেশ করিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলি আপন পরিবারস্থ লোকদের সম্মুখে পেশ করিলে আমি বলিলাম, আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিব।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণকে সমবেত করিলেন অথবা বলিয়াছেন—ডাকিলেন। তাহারা এমন লোক ছিল যে, তাহাদের একেকজন একটি গোটা বকরী হজম করিতে ও তিন সা' অর্থাৎ সাড়ে দশ সের পরিমাণ পানীয় পান করিতে পারিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সকলের জন্য এক মুদ অর্থাৎ চৌদ্দ ছটাক পরিমাণ খানা তৈয়ার করিলেন। (এই সামান্য খানাই) তাহারা পেট ভরিয়া খাইল, কিন্তু তারপরও খানা যেমন ছিল তেমনই অবশিষ্ট রহিয়া গেল, যেন কেহ উহা স্পর্শও করে নাই। অতঃপর তিনি একটি ছোট পেয়ালায় পানীয় আনিলেন। তাহারা সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিবার পরও যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল, যেন কেহ উহা স্পর্শ করে নাই বা উহা হইতে পান করে নাই। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বনি আবদুল মুত্তালিব, আমি তোমাদের নিকট বিশেষভাবে এবং সকল মানুষের নিকট সাধারণভাবে প্রেরিত হইয়াছি। তোমরা (আমার কথার সত্যতার) এই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছ। (অর্থাৎ সামান্য খানা তোমরা

WWW.BANGLAKITAB.COM

পরিতৃপ্ত হইয়া খাইয়াছ, তথাপি উহাতে কোনরূপ কম হয় নাই।) অতএব তোমাদের মধ্যে কে আছে আমার ভাই ও সঙ্গী হইবার জন্য আমার হাতে বাইআত হইবে? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কেহই দাঁড়াইল না। আমি যদিও সকলের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ ছিলাম তবুও আমি দাঁড়াইলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বস। অতঃপর তিনি তিনবার একই কথা বলিলেন। প্রতিবারই আমি উঠিয়া দাঁড়াইতাম আর তিনি বলিতেন বস। অবশেষে তৃতীয়বারে তিনি নিজের হাত মুবারক আমার হাতের উপর রাখিলেন (অর্থাৎ আমার বাইআত গ্রহণ করিলেন)।

(তফসীরে ইবনে কাসীর)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ –

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আলী, বকরীর একটি পা রান্না কর এবং সাড়ে তিনসের পরিমাণ রুটি পাকাইয়া লও। আর হাশেমীগণকে আমার নিকট একত্রিত কর। সে সময় হাশেমীগণ সংখ্যায় চল্লিশ অথবা উনচল্লিশজন ছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা আনাইয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিলেন। তাহারা উক্ত খানা পেট ভরিয়া খাইল। অথচ তাহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যে, গোটা একটি বকরী উহার ঝোলসহ একাই খাইয়া ফেলিতে পারে। তারপর তিনি তাহাদিগকে ছোট এক পেয়ালা দুধ দিলেন। তাহারা সকলেই উহা পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিল। তখন উপস্থিত কেহ একজন বলিল, আজকের ন্যায় এমন যাদু কখনও দেখি নাই। লোকদের ধারণা এই কথা আবু লাহাবই বলিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পরদিন আবার হযরত আলী (রাঃ)কে) বলিলেন, হে আলী, (আজ আবার) বকরীর একটি পা ও সাড়ে তিনসের পরিমাণ রুটি পাকাইয়া লও। আর বড় এক পেয়ালা দুধের

ব্যবস্থা কর। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি সব ব্যবস্থা করিলাম। তিনি বলিলেন, হে আলী, বনু হাশেমকে আমার নিকট একত্রিত কর। আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিলাম। তাহারা সকলেই প্রথমদিনের ন্যায় পেট ভরিয়া খাইল এবং প্রথম বারের ন্যায় পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিল। এইবার ও প্রথম দিনের ন্যায় খানা অবশিষ্ট রহিয়া গেল। এইদিনও একজন বলিয়া উঠিল, আজকের ন্যায় যাদু কখনও দেখি নাই।

(তৃতীয় দিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে পুনরায় বলিলেন, হে আলী বকরীর একটি পা ও সাড়ে তিনসের পরিমাণ রুটি পাকাও এবং বড় এক পেয়ালা দুধের ব্যবস্থা কর। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি সব ব্যবস্থা করিলাম। তিনি বলিলেন, বনু হাশেমকে আমার নিকট একত্রিত কর। আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিলাম। তাহারা খাইল এবং পান করিল। তারপর তাহারা কোন কথা বলিবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে আরম্ভ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি চুপ করিয়া রহিলাম এবং উপস্থিত সকলেই চুপ করিয়া রহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় বার বলিলেন, আমি বলিলাম, আমি প্রস্তুত আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, তুমিই, হে আলী! তুমিই, হে আলী! (অর্থাৎ তুমিই এই কাজের উপযুক্ত।) (বাযযার)

ইবনে আবি হাতেম হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার ঋণ পরিশোধের এবং আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সকলেই চুপ রহিল এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) ও চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঋণ পরিশোধ করিতে যাইয়া তাহার সব মালই না শেষ হইয়া যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আব্বাস (রাঃ)এর বয়োজ্যেষ্ঠতার দরুন

www.BANGLAKITAB.com

নীরব ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় বারও একই কথার পুনরুক্তি করিলেন। এইবারও হযরত আব্বাস (রাঃ) চুপ করিয়া রহিলেন। আমি এই অবস্থা দেখিয়া বলিলাম, আমি (এই দায়িত্ব গ্রহণ করিব), ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত আলী (রাঃ) বলেন, অথচ আমার অবস্থা তখন সবার অপেক্ষা খারাপ ছিল। চক্ষুদ্বয় রোগাক্রান্ত হওয়ার দরুন অস্পষ্ট দেখিতাম। পেট বড় ও পাদ্বয় সরু হইয়া গিয়াছিল।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

পূর্বে জনসমাবেশে দাওয়াত প্রদানের বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে উপরোক্ত হাদীস ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সফরে দাওয়াত প্রদান

হিজরতের সফরে দাওয়াত প্রদান

হযরত সা'দ (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরতের সময় রাকুবাহ গিরিপথ দিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার ছেলে বলেন, আমার পিতা হযরত সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ আমাদের নিকট আসিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একটি দুগ্ধপোষ্য মেয়ে আমাদের এখানে প্রতিপালিত হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত পথে মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা করিতেছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, রাকুবাহ গিরিপথ দিয়া যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে উহা সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী রাস্তা। তবে এই পথে মুহানান নামে আসলাম গোত্রীয় দুইজন ডাকাত রহিয়াছে। আপনি যদি বলেন, তবে তাহাদের এই রাস্তায় যাইতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই রাস্তায়ই আমাদিগকে লইয়া চল। হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আমরা উক্ত রাস্তায় রওয়ানা হইয়া যখন ডাকাতদ্বয়ের নিকটবর্তী হইলাম তখন তাহাদের একজন অপরজনকে বলিতে লাগিল, এই যে ইয়ামানী আসিয়া গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে ডাকিলেন এবং তাহাদের সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলেন। তাহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিল। তারপর তিনি তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা মুহানান (অর্থাৎ দুইজন ঘৃণ্য ব্যক্তি)। তিনি বলিলেন, বরং তোমরা মুকরামান (অর্থাৎ দুইজন সম্মানিত ব্যক্তি)। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে মদীনায় তাঁহার নিকট আসিবার জন্য বলিলেন। (আহমদ)

সফরে এক বেদুঈনকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। সামনের দিক হইতে এক আরব বেদুঈন আসিল। সে নিকটবর্তী হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ? সে উত্তর দিল, বাড়ী যাইতেছি। তিনি বলিলেন, একটি ভাল কথা শুনিবে কি? সে বলিল, কি সেই কথা? তিনি বলিলেন, সাক্ষ্য দিবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল।' সে বলিল, আপনি যাহা বলিতেছেন ইহার কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি বলিলেন, সামনের এই গাছটি সাক্ষী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছটিকে ডাকিলেন। উহা ময়দানের একপ্রান্তে ছিল। তাঁহার আহবানে গাছটি মাটি চিরিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উহার নিকট তিনবার সাক্ষ্য চাহিলে সে তিনবার সাক্ষ্য দিল যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন উহা সঠিক। অতঃপর পুনরায় গাছটি নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল। বেদুঈন নিজের কাওমের নিকট ফিরিয়া গেল এবং যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, যদি আমার কাওম আমার কথা মানিয়া লয় তবে তাহাদিগকে লইয়া আপনার নিকট আসিব। আর না হয় আমি একাই আপনার নিকট ফিরিয়া আসিব এবং আপনার সহিত থাকিব। (বিদায়াহ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণকে হিজরতের সফরে দাওয়াত প্রদান

হযরত আসেম আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের সময় গামীম নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন হযরত বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব (রাঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি ও তাহার সহিত প্রায় আশি পরিবার সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এশার নামায আদায় করিলে তাহারাও তাঁহার পিছনে নামায আদায় করিলেন। (ইবনে সা'দ)

দাওয়াতের উদ্দেশ্যে পায়দল চলা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পায়দল তায়েফ গমন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, আবু তালেবের ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হাঁটিয়া তায়েফ গেলেন। তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করিল না। তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পথে একটি গাছের ছায়ায় দুই রাকাত নামায আদায় করিয়া এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْكُوْا اِلَيْكَ ضُعْفَ قُوَّتِىْ وَ هَوَانِىْ عَلَى النَّاسِ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اِلَى مَنْ تَكِلُنِىْ اِلَى عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنِىْ اَمْ اِلَى قَرِيْبٍ مَلَّكْتَهُ اَمْرِىْ اِنْ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَىَّ فَلَا اُبَالِىْ غَيْرَ اَنْ عَافِيَتَكَ اَوْسَعُ لِىْ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَ صَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَنْ يَنْزِلَ بِىْ غَضَبُكَ اَوْ يَحِلَّ بِىْ سَخَطُكَ لَكَ الْعُتْبٰى

حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ –

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আপনার নিকট অভিযোগ করিতেছি, আমার দুর্বলতা ও মানুষের মাঝে আমার লাঞ্ছনা ও অবমাননার ব্যাপারে। ইয়া আরহামার রাহেমীন। আপনিই আরহামুর রাহেমীন, আমাকে কাহাদের হাতে ন্যাস্ত করিতেছেন? এমন কোন শত্রুর হাতে যে আমাকে দেখিয়া রুক্ষভাব প্রকাশ করে, মুখ বিকৃত করে, না এমন কোন আত্মীয়ের হাতে ন্যাস্ত করিতেছেন যাহাকে আমার উপর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন! আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন তবে আমি কাহারো পরওয়া করি না। আপনার হেফাযতই আমার জন্য যথেষ্ট। আপনার চেহারার যেই নূরে সকল অন্ধকার তিরোহিত হইয়াছে এবং যাহার দ্বারা দুনিয়া আখেরাতের সকল কাজ সম্পাদিত হয় সেই চেহারার তোফায়েলে পানাহ চাহিতেছি, যেন আপনি আমার প্রতি গোস্বা না হন, আপনি আমার উপর নারায না হন। আপনি রাযী না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে রাযী করা জরুরী। আল্লাহ ব্যতীত কেহই নেক কাজের শক্তি দান করিতে পারে না।

দাওয়াতের পথে কষ্ট সহ্য করার বর্ণনায় ইমাম যুহরী (রহঃ) হইতে উক্ত হাদীসের আরো বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত না দিয়া কোন কাওমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন নাই। (নাসবুর রায়াহ)

যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত প্রদানের আদেশ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন লশকর বা জামাত পাঠাইবার পূর্বে তাহাদিগকে এই নসীহত করিতেন, মানুষের অন্তর জয় করিবে অর্থাৎ

WWW.BANGLAKITAB.COM

তাহাদের সহিত ভালবাসা সৃষ্টি করিবে। দাওয়াত না দিয়া তাহাদের উপর হামলা করিবে না। যমীনের বুকে কাঁচা–পাকা যত ঘর (অর্থাৎ যত শহর ও গ্রাম) রহিয়াছে উহার অধিবাসীদের পুরুষদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের স্ত্রী–পুত্রগণকে (বন্দী) করিয়া লইয়া আস ইহা অপেক্ষা তাহাদের সকলকে মুসলমান বানাইয়া লইয়া আস ইহা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

(কান্য)

আমীরের উপর দাওয়াত দিবার নির্দেশ

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাহাকেও কোন জামাত বা লশকরের আমীর নিযুক্ত করিতেন তখন তাহাকে বিশেষভাবে নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিবার এবং তাহার সঙ্গী মুসলমানদের সহিত সদ্ব্যবহারের আদেশ করিতেন এবং বলিতেন, তুমি যখন তোমার শত্রু—মুশরিকদের সম্মুখীন হইবে তখন তাহাদিগকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করিবার আহবান জানাইবে। তাহারা উহার যে কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া লইলে তোমরা তাহা মানিয়া যাইবে এবং তাহাদের উপর হামলা করা হইতে বিরত থাকিবে। তাহাদিগকে (প্রথম) ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া লয় তবে তোমরা তাহা মানিয়া লইবে এবং তাহাদের উপর হামলা হইতে বিরত থাকিবে। তারপর তাহাদিগকে নিজেদের এলাকা ছাড়িয়া মুহাজিরীনদের এলাকায় (অর্থাৎ মদীনায়) চলিয়া যাইবার দাওয়াত দিবে। আর তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, যদি তাহারা এরূপ করে তবে মুহাজিরগণ যে সুবিধা ভোগ করিবে তাহারাও সেরূপ সুবিধা ভোগ করিবে এবং মুহাজিরদের উপর যে দায়িত্বভার ন্যাস্ত হইবে তাহাদের উপরও সেরূপ ন্যাস্ত হইবে। আর যদি তাহারা এরূপ (হিজরত) করিতে অস্বীকার করে এবং নিজেদের এলাকায় অবস্থান করাকে পছন্দ করে তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, তাহারা গ্রামাঞ্চলের অপরাপর মুসলমানদের মতই গণ্য হইবে। গ্রাম্য সাধারণ

মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার যে হুকুম হইবে তাহাদের জন্যও তাহাই হইবে এবং ফাই (অর্থাৎ কাফেরদের যে মালসম্পদ বিনা যুদ্ধে অর্জন হয়) ও গনীমত হইতে তাহারা কোন অংশ পাইবে না। অবশ্য তাহারা যদি মুসলমানদের সহিত জেহাদে শরীক হয় তবে উহার অংশ লাভ করিবে। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তবে তাহাদিগকে জিযিয়া বা কর প্রদানের প্রতি আহবান জানাইবে। যদি তাহারা জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হয় তবে তাহাদের এই স্বীকারোক্তিকে গ্রহণ করিয়া লইবে এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে। আর যদি তাহারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে তবে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবে।

আর যখন তুমি কোন দুর্গ অবরোধ করিবে তখন যদি দুর্গের অধিবাসীরা আল্লাহর ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তাব দেয় তবে তুমি তাহাদের এই প্রস্তাবে রাজী হইও না। কারণ তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কি ফয়সালা হইবে তাহা তোমাদের জানা নাই। হাঁ, তাহাদিগকে তোমাদের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিতে বলিবে। অতঃপর তাহাদের ব্যাপারে তোমরা যাহা ইচ্ছা হয় ফয়সালা করিবে।

(মুসলিম, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী)

হযরত আলী (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে এক কাওমের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। পরে তাহার নিকট একজন দূত পাঠাইলেন। দূতকে নসীহত করিয়া দিলেন যে, তাহাকে অর্থাৎ হযরত আলীকে পিছন দিক হইতে আওয়াজ দিবে না, (বরং নিকটে যাইয়া) তাহাকে বলিবে, দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে যেন তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ না করে।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এক যুদ্ধে

www.BANGLAKITAB.com

পাঠাইলেন। তারপর এক ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি তাহার সহিত যাইয়া মিলিত হও। তাহাকে পিছন দিক হইতে ডাকিবে না, বরং নিকটে যাইয়া বলিবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে আদেশ করিতেছেন। আর তাহাকে ইহাও বলিও যে, 'কাওমকে দাওয়াত প্রদানের পূর্বে যেন যুদ্ধ আরম্ভ না করে।'

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন, কোন কাওমকে দাওয়াত দিবার পূর্বে তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবে না।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হইতে পূর্বে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, শান্তভাবে অগ্রসর হও। যুদ্ধের ময়দানে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া প্রথম তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে যে সকল হক তাহাদের উপর ওয়াজিব হইয়াছে সে সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিবে। খোদার কসম, তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ তায়ালা একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন তবে ইহা তোমার জন্য লালবর্ণের উষ্ট্রপাল পাওয়া অপেক্ষা উত্তম হইবে।

হযরত ফারওয়া (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ

হযরত ফারওয়া ইবনে মুসাইক গুতাইফী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আমার কাওমের অনুগত লোকদেরকে লইয়া অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব না? তিনি বলিলেন, অবশ্যই করিবে। তারপর আমার মত পরিবর্তন হইয়া গেল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মনে হইতেছে যে, আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ না করি ; কারণ তাহারা সাবা কাওমের লোক।

তাহাদের প্রভাব ও শক্তি অনেক বেশী। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সেনানায়ক বানাইয়া দিলেন এবং 'কাওমে সাবা' এর সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমার রওয়ানা হইবার পর আল্লাহ তায়ালা কাওমে সাবা সম্পর্কে কোরআনের আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, গুতাইফির কি হইল? এবং এক ব্যক্তিকে আমার ঘরে পাঠাইলেন। উক্ত ব্যক্তি আসিয়া দেখিল, আমি রওয়ানা হইয়া গিয়াছি। অতএব সে আমাকে (পথ হইতে) ফেরৎ ডাকিয়া আনিল। আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি বসিয়া আছেন এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে সাহাবীগণ রহিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, প্রথমতঃ কাওমের লোকদিগকে দাওয়াত দিবে। যাহারা দাওয়াত গ্রহণ করিবে তাহাদের এই (বাহ্যিক) গ্রহণ করাকে মানিয়া লইবে। আর যাহারা অস্বীকার করিবে তাহাদের ব্যাপারে আমার নিকট কোন সংবাদ পৌঁছা পর্যন্ত কোনরূপ তাড়াহুড়া করিবে না। উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'সাবা' কি কোন ভূখণ্ডের নাম, নাকি কোন মেয়েলোকের নাম? তিনি বলিলেন, কোন ভূখণ্ডেরও নাম নয় এবং কোন মেয়েলোকেরও নাম নয়, বরং আরবদের এক পূর্বপুরুষের নাম, যাহার দশটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে এবং চারজন শাম অর্থাৎ সিরিয়ায় বসতিস্থাপন করিয়াছিল। যাহারা সিরিয়ায় বসতিস্থাপন করিয়াছিল তাহারা হইল—লাখ্‌ম, জুযাম, গাস্‌সান ও আমেলাহ। আর যাহারা ইয়ামানে বসতিস্থাপন করিয়াছিল তাহারা হইল—আয্‌দ, কিন্দাহ, হিময়ার, আশআরীগণ, আন্‌মার ও মাযহিজ। উক্ত ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আনমার কে? তিনি বলিলেন, খাসআম ও বাজীলাহ গোত্রদ্বয়ই হইল আনমারের বংশধর। (কানযুল উম্মাল)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ফারওয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাওমের অনুগত লোকদেরকে লইয়া কাওমের অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, তোমার কাওমের অনুগতদেরকে লইয়া অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। আমি যখন রওয়ানা হইলাম তখন পুনরায় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবার পূর্বে লড়াই আরম্ভ করিবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সাবা সম্পর্কে কি বলেন? ইহা কি কোন উপত্যকার নাম, না কোন পাহাড়ের নাম, না অন্য কোন কিছু? তিনি বলিলেন, না, বরং একজন আরবী পুরুষ যাহার দশটি পুত্রসন্তান ছিল। বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানের দিকে প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন, তুমি যে কোন আরব গোত্রের সম্মুখীন হও, যদি তাহাদের মধ্যে আযানের ধ্বনি শুনিতে পাও তবে তাহাদিগকে কোনপ্রকার উত্যক্ত করিবে না। আর যদি আযানের ধ্বনি শুনিতে না পাও তবে তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। (তাবারানী)

দাওয়াত না দেওয়ার দরুন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, লাত ওয্যার পূজারী কতিপয় লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যুদ্ধবন্দী অবস্থায় উপস্থিত করা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি তাহাদিগকে (যুদ্ধের পূর্বে) ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়াছিলে? সাহাবীগণ বলিলেন, না। তিনি বন্দীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি

তোমাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়াছিল? তাহারা বলিল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদের রাস্তা ছাড়িয়া দাও যাহাতে তাহারা নিজ নিজ নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া যায়। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত এই দুই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا - وَ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا -

অর্থ ঃ 'নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে এমন মর্যাদাশালীরূপে প্রেরণ করিয়াছি যে, আপনি সাক্ষী হইবেন, আর (আপনি) সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর দিকে আহবানকারী তাহারই আদেশে এবং একটি দীপ্তিমান প্রদীপ।'

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْ بَلَغَ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى -

অর্থ ঃ 'এবং আমার নিকট এই কোরআন ওহীরূপে প্রেরিত হইয়াছে, যেন আমি এই কোরআন দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট এই কোরআন পৌঁছিবে, সকলকে ভয় প্রদর্শন করি ; তোমরা সত্যই কি এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহর সহিত অন্য আরও মা'বুদ রহিয়াছে? আপনি বলিয়া দিন, আমি ত সাক্ষ্য দিতেছি না, আপনি বলিয়া দিন, তিনিই ত একক মা'বুদ, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের শরীক সাব্যস্ত করা হইতে পবিত্র।'

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাত ও ওয্যার পূজারীদের দিকে এক সেনাদল প্রেরণ করিলেন। উক্ত সেনাদল আরবের এক গোত্রের উপর হামলা করিয়া তাহাদের যুদ্ধোপযোগী লোকদিগকে সন্তান–সন্ততিসহ বন্দী করিয়া আনিল। বন্দীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

WWW.BANGLAKITAB.COM

আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহারা দাওয়াত না দিয়াই আমাদের উপর আক্রমণ করিয়াছে। তিনি সেনাদলকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উহার সত্যতা স্বীকার করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদিগকে তাহাদের নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দাও এবং তারপর তাহাদিগকে দাওয়াত দাও। (কান্য)

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য একেকজনকে প্রেরণ

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মদীনাবাসী আনসারীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন এবং তাঁহার দাওয়াতের প্রতি তাঁহাদের মন স্থির হইয়া গেল। অতএব তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিলেন এবং (সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্য) কল্যাণের উসীলা হইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আগামী হজ্জের মৌসুমে সাক্ষাতের ওয়াদা করিয়া তাঁহারা আপন কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। (দেশে ফিরিয়া) তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, আপনার পক্ষ হইতে আমাদের নিকট এমন একজন লোক প্রেরণ করুন যিনি লোকদেরকে আল্লাহর কিতাবের প্রতি দাওয়াত দিবেন। কারণ আগত ব্যক্তির দাওয়াত লোকেরা সহজে গ্রহণ করিবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আব্দে দার গোত্রের হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে প্রেরণ করিলেন। তিনি বনি গানম গোত্রের হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)এর নিকট উঠিলেন। সেখানে তিনি লোকদিগকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও কোরআন পড়িয়া শুনাইতেন। তারপর তিনি হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর নিকট

থাকিয়া দাওয়াত দিতে লাগিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও লোকদেরকে তাহার হাতে হেদায়াত দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে আনসারদের প্রায় প্রতিটি ঘরেই কিছু না কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহাদের সর্দারগণ ও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ)ও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আর তাহাদের মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। অতঃপর হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে মুক্‌রী (অর্থাৎ শিক্ষক) নামে ডাকা হইত। (আবু নুআঈম)

তাবারানী গ্রন্থে হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত উক্ত হাদীস আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আনসারদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত পেশ করিবার ঘটনাও উল্লেখ করিয়াছেন। সামনে 'আনসারদের ইসলামের সূচনা' এর বর্ণনায় বিস্তারিত হাদীস আসিতেছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর উপস্থিত আনসারীগণ তাহাদের কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তাহাদিগকে গোপনে দাওয়াত দিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে যে দ্বীন দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, উহা সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিলেন। তাহাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। ইহাতে আনসারদের প্রায় প্রতিটি ঘরেই কিছু না কিছু লোক অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তারপর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আপনার পক্ষ হইতে আমাদের নিকট এমন একজন লোক প্রেরণ করুন যিনি লোকদেরকে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে দাওয়াত দিবেন। কারণ এইরূপ আগত ব্যক্তির দাওয়াত লোকেরা সহজে গ্রহণ করিবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আব্দে দার গোত্রের হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি বনু গানম গোত্রের হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)

www.BANGLAKITAB.com

নিকট যাইয়া উঠিলেন এবং লোকদেরকে দাওয়াত দিতে লাগিলেন। ইসলামের প্রসার হইতে লাগিল এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর এই দাওয়াতের কাজ তখনও তাহারা গোপনেই করিতেছিলেন।

অতঃপর উক্ত হাদীসে হযরত মুসআব (রাঃ) কর্তৃক হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান এবং তাঁহার ও বনু আবদুল আশহাল গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত মুসআব (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদানের হাদীসে উহার বর্ণনা আসিতেছে।

পরিশেষে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তারপর বনু নাজ্জার গোত্রের লোকেরা হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে বলিল এবং এই ব্যাপারে তাহারা হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)এর উপরও কড়াকড়ি করিল। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) তখন স্থান পরিবর্তন করিয়া হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর ঘরে আসিয়া উঠিলেন এবং দাওয়াতের কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা বহুলোককে তাঁহার হাতে হেদায়াত দান করিলেন এবং আনসারদের প্রায় প্রতিটি ঘরেই অবশ্যই কিছু না কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সর্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) ও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। মদীনাতে মুসলমানগণ সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন এবং তাহাদের অবস্থাও ভাল হইয়া গেল। অতঃপর হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তিনি 'মুক্‌রী' নামে খ্যাত হইলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তাঁহারা হযরত মুআয ইবনে আফরা ও হযরত ইবনে রাফে' মালেক (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এই পয়গাম দিয়া পাঠাইলেন যে, আপনার পক্ষ হইতে আমাদের নিকট এমন একজনকে প্রেরণ করুন

যিনি লোকদিগকে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে দাওয়াত দিবেন। কারণ এইরূপ ব্যক্তির দাওয়াত লোকেরা অবশ্যই গ্রহণ করিবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)কে বাহেলাহ কাওমের নিকট প্রেরণ

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাওমের লোকজনকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত প্রদান এবং তাহাদের সম্মুখে শরীয়তের বিধান ইত্যাদি পেশ করিবার জন্য আমাকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। আমি তাহাদের নিকট এমন সময় পৌঁছিলাম যখন তাহারা নিজেদের উটগুলিকে পানিপান করাইয়া উহার দুধ দোহন করিয়া পান করিয়া লইয়াছিল। তাহারা আমাকে দেখামাত্র বলিয়া উঠিল, সুদাই ইবনে আজলানকে মারহাবা! (সুদাই হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর আসল নাম।) তাহারা বলিল, আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তুমি এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছ। আমি বলিলাম, না, বরং আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমাদের নিকট ইসলাম ও উহার বিধানসমূহ পেশ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে এই কথাবার্তা চলিতেছিল এমন সময় তাহারা বড় এক পেয়ালায় খাবার সাজাইয়া আনিল এবং মাঝখানে রাখিয়া তাহারা উহার চারিদিকে গোল হইয়া বসিল। অতঃপর খাইতে আরম্ভ করিল এবং আমাকে বলিল, হে সুদাই, তুমিও আস। আমি বলিলাম, তোমাদের নাশ হউক! আমি তোমাদের নিকট এমন এক মহান ব্যক্তির পক্ষ হইতে আসিয়াছি যিনি আল্লাহর

www.BANGLAKITAB.com

নাযিল করা হুকুম অনুসারে এই জবাইবিহীন পশু তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন। অবশ্য জবাই করিলে তাহা হালাল। তাহারা বলিল, তিনি এই বিষয়ে কি বলিয়াছেন? আমি বলিলাম, এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ..... وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ .

অর্থ ঃ তোমাদের প্রতি হারাম করা হইয়াছে মৃতজীব, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে সকল জন্তু গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গিত হইয়াছে এবং যে জন্তু শ্বাসরোধ করার দরুন মরিয়াছে এবং যাহা আঘাতের কারণে মরিয়াছে এবং যাহা উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মরিয়াছে এবং যাহা শিংএর আঘাতের দরুন মরিয়াছে এবং যাহাকে কোন হিংস্রজন্তু খাইয়াছে, কিন্তু যাহাকে তোমরা যবেহ করিয়া লইয়াছ (তাহা হারাম নহে)। আর যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হইয়াছে (তাহাও হারাম) এবং ইহা (–ও হারাম) যে, (গোশত ইত্যাদি) বন্টন কর লটারীর তীরের মাধ্যমে।

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, আমি তাহাদিগকে বারবার দাওয়াত দিতেছিলাম, আর তাহারা অস্বীকার করিতেছিল। আমি বলিলাম, 'তোমাদের নাশ হউক', আমি খুবই পিপাসিত আমাকে একটু পানি দাও। তাহারা বলিল, না, আমরা তোমাকে পানি দিব না। তুমি এইভাবে পিপাসায় কাতর হইয়া মরিবে। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, আমার মাথায় পাগড়ি ছিল। আমি উহাকে ভালরূপে মাথায় পেঁচাইয়া লইলাম এবং কঠিন গরমের মধ্যে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ভিতর স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি আমার নিকট একটি কাঁচের পাত্র লইয়া আসিল। পাত্রটি এমনই সুন্দর ছিল যে, এরূপ সুন্দর পাত্র কেহ কোনদিন দেখে নাই। উহাতে এমন সুস্বাদু পানীয় ছিল যে, উহার ন্যায় সুস্বাদু পানীয় কেহ কোনদিন দেখে নাই। উক্ত ব্যক্তি সেইপাত্র

আমাকে দিল এবং আমি উহা পান করিলাম। পানি পান শেষ করিতেই আমি জাগিয়া গেলাম। খোদার কসম, সেই পানি পান করিবার পর আর কখনও আমি পিপাসিত হই নাই এবং পিপাসা কেমন হইয়া থাকে, তাহাও বলিতে পারি না।

অপর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কাওমের লোকদের বলিল, কাওমের এক সর্দার তোমাদের নিকট আসিল, আর তোমরা তাহার কোন সমাদর করিলে না! ইহা শুনিয়া তাহারা আমার নিকট এক পেয়ালা দুধ আনিল। আমি বলিলাম, আমার ইহার কোন প্রয়োজন নাই এবং আমি তাহাদিগকে আমার (স্বপ্নের ঘটনা শুনাইলাম এবং নিজের) ভরা পেট উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলাম। (ইহা দেখিয়া) তাহারা সকলেই মুসলমান হইয়া গেল।

এক ব্যক্তিকে বনু সা'দ গোত্রের নিকট প্রেরণ

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি একবার হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত আমলে বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করিতেছিলাম, এমন সময় বনু লাইস গোত্রীয় এক ব্যক্তি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিব? আমি বলিলাম, অবশ্যই। তিনি বলিলেন, তোমার (সেই দিনের কথা) মনে পড়ে কি? যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার কাওমের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং আমি তাহাদের সম্মুখে ইসলাম পেশ করিতেছিলাম, তাহাদিগকে উহার প্রতি দাওয়াত দিতেছিলাম। তখন তুমি বলিয়াছিলে যে, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদিগকে ভালকাজের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন এবং ভালকাজের আদেশ করিতেছেন ; আর তিনি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও ভাল কাজের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার এই উক্তি জানিতে পারিয়া (তোমার সম্পর্কে) এই দোয়া করিয়াছিলেন, 'আয়া আল্লাহ, আহনাফকে

www.BANGLAKITAB.com

মাফ করিয়া দিন।'

পরবর্তীকালে হযরত আহনাফ (রাঃ) বলিতেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়াই আমার নিকট আমার সকল আমল অপেক্ষা অধিক আশার বস্তু। (এসাবাহ)

ইমাম আহমাদ ও তাবারানী এই রেওয়ায়াতের শেষাংশে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বনু লাইস গোত্রীয় ব্যক্তি বলিলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার কাওম বনু সা'দের নিকট তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেদিন তুমি বলিয়াছিলে যে, তিনি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাল কথাই বলিয়াছেন, অথবা এইরূপ বলিয়াছিলে যে, আমি ত সুন্দর কথাই শুনিতে পাইতেছি। তারপর আমি ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার এই কথা ব্যক্ত করিলে তিনি এই দোয়া দিয়াছিলেন, 'আয় আল্লাহ, আহনাফকে মাফ করিয়া দিন।'

পরবর্তীকালে হযরত আহনাফ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়া অপেক্ষা আমি আর কোন জিনিসের প্রতি অধিক আশাবাদী নহি।

এক ব্যক্তিকে বড় এক সর্দারের নিকট প্রেরণ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার এক সাহাবীকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিবার উদ্দেশ্যে জাহিলিয়াত যুগের বড় এক সর্দারের নিকট প্রেরণ করিলেন। (দাওয়াত শুনিয়া) উক্ত সর্দার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সেই রব্ব যাহার প্রতি আমাকে আহবান জানাইতেছ, তিনি কিসের তৈয়ারী? লোহা, তামা, রূপা না স্বর্ণের? সেই সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া লোকটির বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করিলে তিনি তাহাকে দ্বিতীয়বার প্রেরণ করিলেন। সে আবারও পূর্বের

ন্যায় উক্তি করিল। সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া জানাইলে তিনি তাহাকে তৃতীয় বার প্রেরণ করিলেন। তৃতীয় বারেও সে একই কথা বলিল। সাহাবী আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা তোমার সেই সর্দারের উপর বজ্রপাত নাযিল করিয়াছেন যাহা তাহাকে জ্বালাইয়া দিয়াছে। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হইল—

وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَ هُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ وَ هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ –

অর্থ ঃ 'আর তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাহার উপর ইচ্ছা তাহা নিক্ষেপ করেন ; তথাপি তাহারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।'

আবু ইয়ালা ও বায্যার হইতেও অনুরূপ একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। তবে উক্ত রেওয়ায়াতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে আরবের ফেরআউনদের মধ্য হইতে এক ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং সেই সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই ব্যক্তি ত ফেরআউন অপেক্ষা অধিক অবাধ্য। অতঃপর এই রেওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত সাহাবী তৃতীয় বার তাহার নিকট যাইয়া পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। তিনি তাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন এমন সময় আল্লাহ তায়ালা তাহার মাথা বরাবর একখণ্ড মেঘ প্রেরণ করিলেন। সাহাবী বলেন, সেই মেঘ গর্জন করিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে এমন ভীষণ এক বজ্রপাত হইল যে, লোকটির মাথার খুলি উড়াইয়া লইয়া গেল।

এই বিষয়ে হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর হাদীস পূর্বে 'যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদানের' বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি

www.BANGLAKITAB.com

বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠাইলেন এবং বলিলেন, 'তুমি যে কোন আরব গোত্রের সম্মুখীন হও, যদি তাহাদের মধ্যে আযানের ধ্বনি শুনিতে পাও তবে তাহাদিগকে কোন প্রকার উত্যক্ত করিবে না। আর যদি আযানের ধ্বনি শুনিতে না পাও তবে তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে।' এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাঃ)কে তাহার কাওমের নিকট প্রেরণের ঘটনা সামনে আসিতেছে।

আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে জামাত প্রেরণ

দুমাতুল জান্দালে জামাত প্রেরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি প্রস্তুত হও, আমি তোমাকে এক জামাতের সহিত পাঠাইব। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এইরূপে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, অতঃপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) রওয়ানা হইয়া তাঁহার সঙ্গীদের সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন এবং চলিতে চলিতে দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি তাহাদিগকে তিন দিন পর্যন্ত ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তৃতীয় দিন সেখানকার সর্দার হযরত আসবাগ ইবনে আমর কালবী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তিনি পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন এবং সেখানকার সর্দার ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) রাফে ইবনে মাকীস নামে জুহাইনা গোত্রীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে পরিস্থিতির খবর দিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে একটি পত্র লিখিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পত্রের জবাবে লিখিলেন যে, তুমি

আসবাগের মেয়েকে বিবাহ করিয়া লও। তিনি আসবাগের তুমাদির নামী মেয়েকে বিবাহ করিলেন। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান তাহারই গর্ভজাত সন্তান। (এসাবাহ)

বালী গোত্রের নিকট জামাত প্রেরণ

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান তামীমী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে আরবের লোকদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। আস ইবনে ওয়ায়েলের মাতা অর্থাৎ হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর দাদী যেহেতু বালী গোত্রের ছিলেন, সেহেতু তাহাদিগকে আপন করিবার ও তাহাদের মন জয় করিবার উদ্দেশ্যে হযরত আমর (রাঃ)কে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন।

হযরত আমর (রাঃ) জুযাম এলাকার সালাসিল নামক ঝর্ণার নিকট পৌঁছিলেন। এই ঝর্ণার নামেই এই জেহাদ গাযওয়ায়ে যাতুস্ সালাসিল নামে পরিচিতি লাভ করে। সেখানে পৌঁছিবার পর হযরত আমর (রাঃ) বিপদের আশঙ্কা করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরীন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) প্রমুখ সহ হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে তাহার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। পরবর্তী অংশ সহ এই হাদীস ইমারত বা আমীর হইবার বর্ণনায় আসিতেছে। (বিদায়াহ)

ইয়ামানে জামাত প্রেরণ

হযরত বারা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবার জন্য হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে ইয়ামানে প্রেরণ করিয়াছেন। হযরত বারা (রাঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর উক্ত জামাতে আমিও

www.BANGLAKITAB.com

শামিল ছিলাম। আমরা সেখানে ছয়মাস যাবৎ অবস্থান করিলাম। হযরত খালেদ (রাঃ)কে ইয়ামানবাসীকে দীর্ঘদিন যাবৎ দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে এই নির্দেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন যে, হযরত খালেদ (রাঃ) ফেরৎ পাঠাইয়া দিবে এবং তাহার জামাতের যে কেহ ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে সেও চলিয়া আসিবে। অবশ্য যে হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত থাকিতে ইচ্ছা করে সে তাহার সহিত থাকিয়া যাইবে।

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, যাহারা হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত সেখানে রহিয়া গিয়াছিল তন্মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা ইয়ামানবাসীদের নিকটবর্তী হইলে তাহারাও বাহির হইয়া আসিল। হযরত আলী (রাঃ) অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে নামায পড়াইলেন। নামাযের পর তিনি আমাদিগকে এক কাতারে দাঁড় করাইলেন। তারপর তিনি সামনে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন। (চিঠি শুনিয়া) হামদান গোত্রের সকলেই মুসলমান হইয়া গেলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) তাহাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চিঠি লিখিলেন। তিনি চিঠি পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পতিত হইলেন। তারপর মাথা উঠাইয়া বলিলেন, আসসালামু আলা হামদান! আসসালামু আলা হামদান! (অর্থাৎ শান্তি বর্ষিত হোক হামদান গোত্রের উপর।) (বিদায়াহ)

নাজরানে জামাত প্রেরণ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে নাজরানের বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাকে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, 'যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে তিনবার

ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তুমিও তাহা মানিয়া লইবে। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে।'

হযরত খালেদ (রাঃ) রওয়ানা হইয়া উক্ত এলাকাবাসীর নিকট পৌঁছিলেন এবং ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবার উদ্দেশ্যে চারিদিকে আরোহীদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা দাওয়াত দিতে লাগিলেন, হে লোকসকল, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা লাভ করিবে। সুতরাং লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহাদিগকে যে দাওয়াত দেওয়া হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ (রাঃ)কে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা যুদ্ধ না করিয়া যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাহাদিগকে ইসলামী বিষয়াদি, আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাত শিক্ষা দিবে। সুতরাং তিনি নির্দেশানুযায়ী তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে উক্ত বিষয়ে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

হযরত খালেদ (রাঃ)এর চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহর নবী ও রাসূল (হযরত) মুহাম্মাদ (সাঃ)এর প্রতি খালেদ ইবনে ওলীদের পক্ষ হইতে,

আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়া রাহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহু, আমি আপনার নিকট আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আম্মাবাদ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, আপনি আমাকে বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, আমি তাহাদের নিকট পৌঁছিবার পর তিন দিন যেন তাহাদের সহিত যুদ্ধ না করি এবং ইসলামের প্রতি তাহাদিগকে দাওয়াত প্রদান করি। যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে যেন আমিও তাহা মানিয়া লই এবং

www.BANGLAKITAB.com

তাহাদিগকে ইসলামের হুকুম ইত্যাদি আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার নবীর সুন্নাত শিক্ষা দান করি। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধকরি। অতএব আমি তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশানুযায়ী তাহাদিগকে তিন দিন ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করিয়াছি এবং এই ব্যাপারে আমি তাহাদের মধ্যে চারিদিকে আরোহী প্রেরণ করিয়া এইরূপে দাওয়াত দিয়াছি যে, 'হে বনু হারেস, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করিবে।' সুতরাং তাহারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, যুদ্ধ করে নাই। বর্তমানে আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছি এবং আল্লাহ তায়ালা যাহা আদেশ করিয়াছেন উহার প্রতি তাহাদিগকে আদেশ এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে নিষেধ করিতেছি। আর তাহাদিগকে ইসলামের আহকাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দান করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলাম। ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওয়া রাহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহু।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর চিঠি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে তাহার চিঠির উত্তর দিলেন—

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহর নবী ও রাসূল (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পক্ষ হইতে খালেদ ইবনে ওলীদের প্রতি।

সালামুন আলাইকা, আমি তোমার নিকট এক আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আম্মাবাদ, বাহক মারফৎ তোমার চিঠি আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। তুমি জানাইয়াছ যে, বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রীয়গণ যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা তোমার দেওয়া ইসলামের দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সাক্ষ্য

দিয়াছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে আপন হেদায়াত দান করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদিগকে সুসংবাদ দান কর এবং ভীতিপ্রদর্শন কর। তারপর তুমি ফিরিয়া আস এবং তোমার সহিত তাহাদের প্রতিনিধিদল লইয়া আস। ওয়াসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

প্রতিনিধিদল সহ হযরত খালেদ (রাঃ)এর প্রত্যাবর্তন

হযরত খালেদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার সহিত বনু হারেস ইবনে কা'বের প্রতিনিধিদলও আসিল। তাহাদের আগমনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, ইহারা কোন্ কাওমের লোক! ইহাদেরকে ত হিন্দুস্থানী লোকদের মত মনে হইতেছে? বলা হইল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহারা বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রের লোক। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সালাম দিল এবং বলিল, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তারপর বলিলেন, তোমরা ত সেইসব লোক যাহাদিগকে হুমকি দেওয়া হইলে (কাজ করিতে) অগ্রসর হয়। তাহারা চুপ করিয়া রহিল, কেহ কোন জবাব দিল না। তিনি দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার একই কথা বলিলেন। তাহাদের কেহ কোন জবাব দিল না। তারপর তিনি চতুর্থবার বলিলে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মাদান বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা সেইসব লোক যাহারা হুমকির পর আগাইয়া আসিয়াছি। তিনি এই কথা চারবার বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

WWW.BANGLAKITAB.COM

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি খালেদ আমার নিকট এই কথা না লিখিত যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ, যুদ্ধ কর নাই, তবে আমি তোমাদের মাথাগুলি কাটিয়া তোমাদের পদতলে লুটাইয়া দিতাম। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মাদান বলিলেন, জানিয়া রাখুন, খোদার কসম, আমরা (আমাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে) আপনারও প্রশংসা করি না এবং খালেদেরও প্রশংসা করিনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কাহার প্রশংসা কর? তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি যিনি আপনার মাধ্যমে আমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তোমরা ঠিক বলিয়াছ। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, জাহিলিয়াত যুগে তোমরা তোমাদের বিপক্ষের উপর কিভাবে জয়লাভ করিতে? তাহারা বলিলেন, আমরা কাহারো উপর জয়লাভ করিতাম না। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় তোমরা বিপক্ষের উপর জয়লাভ করিতে। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আমাদের বিপক্ষের উপর এইজন্য জয়লাভ করিতাম যে, আমরা একতাবদ্ধ হইয়া থাকিতাম, বিচ্ছিন্ন হইতাম না এবং আমরা কাহারো উপর জুলুমের সূচনা করিতাম না। তিনি বলিলেন, তোমরা ঠিক বলিয়াছ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত কায়েস ইবনে হুসাইন (রাঃ)কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

(বিদায়াহ)

ফরযসমূহের প্রতি দাওয়াত

হযরত জারীর (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জারীর, তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, তিনি আমার গায়ের উপর একখানা চাদর দিয়া দিলেন। তারপর

সাহাবা (রাঃ)দের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের নিকট কোন কাওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসিলে তোমরা তাহার (এইরূপে) সম্মান করিও। অতঃপর বলিলেন, হে জারীর, আমি তোমাকে এই দাওয়াত দিতেছি, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। আর দাওয়াত দিতেছি যে, তুমি আল্লাহ, আখেরাতের দিন ও ভালমন্দ তকদীরের প্রতি ঈমান আনিবে, (পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করিবে, ফরয যাকাত আদায় করিবে। হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি এইগুলি সব পালন করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমাকে দেখিতেন আমার প্রতি চাহিয়া মুচকি হাসিতেন। (বিদায়াহ)

ফরয কাজের প্রতি দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতি শিক্ষাদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইবার সময় বলিলেন, অতিসত্বর তুমি এমন কাওমের নিকট উপস্থিত হইবে যাহারা আহলে কিতাব। তুমি তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া প্রথমে তাহাদিগকে এই সাক্ষ্য প্রদানের দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। যদি তাহারা তোমার এই দাওয়াত স্বীকার করিয়া লয় তবে তাহাদিগকে অবহিত করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যহ রাত্র দিনে তাহাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। যদি তাহারা ইহা স্বীকার করিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে জানাইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর যাকাত ফরয করিয়াছেন, যাহা তাহাদের ধনীদের নিকট হইতে লইয়া তাহাদের গরীবদেরকে দেওয়া হইবে। যদি তাহারা তোমার কথা মানিয়া লয় তবে যাকাত বাবদ তাহাদের উৎকৃষ্ট মাল বাছিয়া লওয়া হইতে বিরত থাকিবে এবং মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবে ;

WWW.BANGLAKITAB.COM

কারণ মজলুমের বদদোয়া ও আল্লাহ তায়ালার মাঝে কোন অন্তরায় থাকে না। (বিদায়াহ)

হাওশাবের প্রতিনিধিদলকে ফরয কার্যাদির প্রতি দাওয়াত প্রদান

হযরত হাওশাব যী যুলাইম (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয় দান করিলেন তখন আমি তাঁহার নিকট আব্দে শার এর সহিত চল্লিশ জনের এক অশ্বারোহী দল প্রেরণ করিলাম। তাহারা আমার চিঠি লইয়া মদীনায় পৌছিবার পর আব্দে শার লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে? সাহাবা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। সে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া) জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমাদের নিকট কি লইয়া আসিয়াছেন? যদি উহা সত্য হয় তবে আমরা আপনার অনুসরণ করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা নামায কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, খুন-খারাবী পরিত্যাগ করিবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করিবে। আব্দে শার বলিল, এইসব কথা ত খুবই উত্তম। আপনি হাত বাড়ান আমি আপনার নিকট বাইআত হইব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, আব্দে শার। তিনি বলিলেন, বরং তোমার নাম আব্দে খায়ের। অতঃপর তিনি তাহাকে ইসলামের উপর বাইআত করিয়া লইলেন এবং হাওশাব যী যুলাইমের চিঠির জবাবও প্রতিনিধিদলের মারফৎ প্রেরণ করিলেন। তারপর হাওশাবও ঈমান আনিলেন। (কানযুল উম্মাল)

আব্দে কায়েসের প্রতিনিধিদলকে ফরযের প্রতি দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আব্দে কায়েসের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া পৌছিলে তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া স্বাগতম জানাইলেন, এই কাওমকে মারহাবা। (তোমরা যেহেতু সন্তুষ্টচিত্তে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিতে আসিয়াছ, সুতরাং) তোমাদের জন্য (দুনিয়াতেও) কোন লাঞ্ছনা নাই, (আখেরাতেও) কোন অনুশোচনা নাই।

তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের ও আপনার মাঝে যেহেতু মুদার গোত্রের মুশরিকগণ বাস করে, সেহেতু যে সকল মাসে আরবের লোকেরা যুদ্ধ করা হারাম মনে করে কেবল সে সকল মাসেই আমরা আপনার নিকট আসিতে পারি। অতএব আপনি আমাদিগকে সংক্ষিপ্তভাবে এমন কিছু বলিয়া দিন যাহার উপর আমল করিলে আমরা বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারি এবং আমাদের মধ্যে যাহারা আসিতে পারে নাই তাহাদিগকে দাওয়াত দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে চারটি বিষয়ে আদেশ করিতেছি এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করিতেছি। যে চারটি বিষয়ের আদেশ করিতেছি, তাহা এই—আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে, অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দান করিবে, নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে এবং রমযান মাসে রোযা রাখিবে। আর গনীমতের পঞ্চমাংশ (আল্লাহ ও রাসূলের নিকট) প্রদান করিবে। আর যে চারটি বিষয় হইতে নিষেধ করিতেছি তাহা এই যে, চারটি পাত্রে নাবীয (খেজুর ভিজানো পানি বা শরবত) প্রস্তুত করিও না, — লাউয়ের খোল, খেজুর গাছের গুঁড়ি দ্বারা তৈরী পাত্র, তৈলের প্রলেপযুক্ত চীনামাটির ঘড়া এবং আলকাতরার প্রলেপযুক্ত ঘড়া। (এই সকল পাত্রে শরাব প্রস্তুত করা হইত বলিয়া উহাতে নাবীয তৈয়ার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।)

অপর এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিশেষে বলিয়াছেন, এই কথা কয়টি ভালরূপে স্মরণ রাখিও এবং যাহারা আসিতে পারে নাই তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিও। (বিদায়াহ)

ঈমানের হাকীকত ও ফরযের প্রতি দাওয়াত প্রদানের হাদীস

হযরত আলকামা ইবনে হারেস (রাঃ) বলেন, আমার কাওমের সাতজনের একটি দল যাহার সপ্তম ব্যক্তি আমি ছিলাম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। আমরা তাঁহাকে সালাম দিলাম এবং তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন। আমরা যখন তাঁহার সহিত কথা বলিলাম তিনি আমাদের কথাবার্তা পছন্দ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? বলিলাম, আমরা মুমিনীন। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক কথার একটি তাৎপর্য থাকে তোমাদের ঈমানের তাৎপর্য কি? আমরা বলিলাম, পনেরটি জিনিস আমাদের ঈমানের তাৎপর্য। তন্মধ্যে পাঁচটি যাহা আপনি আমাদিগকে হুকুম করিয়াছেন, পাঁচটি আপনার প্রেরিত দূতগণ আমাদিগকে বলিয়াছেন এবং পাঁচটি বিষয় যাহা আমরা জাহিলিয়াতের যুগ (অর্থাৎ ইসলামের পূর্বযুগ) হইতে এখন পর্যন্ত অবলম্বন করিয়া আছি। তবে ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি নিষেধ করিলে আমরা উহা পরিত্যাগ করিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পাঁচটি জিনিস কি যাহা আমি তোমাদিগকে হুকুম করিয়াছি? আমরা বলিলাম, আপনি আমাদিগকে আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার (আসমানী) কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসূলগণ ও ভালমন্দের ব্যাপারে তাঁহার তকদীরের উপর ঈমান আনিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পাঁচটি জিনিস কি যাহা আমার প্রেরিত দূতগণ তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন? আমরা বলিলাম, আপনার প্রেরিত

দূতগণ আমাদিগকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আর আমরা ফরয নামায কায়েম করি, ফরয যাকাত আদায় করি, রমযান মাসে রোযা রাখি এবং সামর্থ্য থাকিলে যেন হজ্জ পালন করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পাঁচটি বিষয় কি, যাহা তোমরা জাহিলিয়াতের যুগ হইতে অবলম্বন করিয়া আছ? আমরা বলিলাম, সুখের সময় শোকর করা, দুঃখের সময় ধৈর্য ধারণ করা, যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকা, তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং শত্রুর উপর বিপদ দেখিয়া খুশী না হওয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাদের এই সকল গুণাবলীর কথা শুনিয়া) বলিলেন, (ইহারা) অত্যন্ত বিজ্ঞ ও সুসভ্য জাতি। এই সকল উত্তম গুণাবলীর দরুন ইহারা ত নবী হইবার কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ নবীদের গুণাবলী তাহাদের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।) এই সকল গুণ কতই না উন্নত। অতঃপর আমাদের প্রতি চাহিয়া মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদিগকে পাঁচটি নসীহত করিতেছি, যেন আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকর সকল গুণাবলীকে তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেন। যাহা খাইবে না তাহা জমা করিয়া রাখিবে না, (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত খাবার দান করিয়া দিবে।) প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর বানাইবে না, যে দুনিয়া আগামীকাল ছাড়িয়া যাইতে হইবে তাহা লইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা করিবে না, আল্লাহকে ভয় করিবে, যাহার নিকট তোমরা সমবেত হইবে এবং যাহার সম্মুখে তোমরা উপস্থিত হইবে, আর যে আখেরাতে তোমাদিগকে যাইতে হইবে এবং চিরকাল যেখানে থাকিতে হইবে উহার প্রতি আগ্রহশীল হইবে। (কান্য)

আবু নুআঈম উক্ত হাদীস হযরত সুওয়াইদ ইবনে হারেস (রাঃ) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সুওয়াইদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার কাওমের সাতজনের একটি দল যাহার সপ্তম ব্যক্তি আমি ছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কাওমের

www.BANGLAKITAB.com

প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হইলাম। আমরা তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলাম। তিনি আমাদের কথাবার্তা, উঠাবসা ও লেবাস–পোশাক দেখিয়া খুবই পছন্দ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? আমরা বলিলাম, মুমিনীন। তিনি মুচকি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রত্যেক কথার তাৎপর্য থাকে, তোমাদের কথা ও ঈমানের তাৎপর্য কি? হযরত সুওয়াইদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা বলিলাম, পনেরটি বিষয়। তন্মধ্যে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আপনার প্রেরিত প্রতিনিধিগণ আমাদিগকে ঈমান আনিতে বলিয়াছেন এবং পাঁচটি বিষয়ের উপর আপনার প্রেরিত প্রতিনিধিগণ আমল করিতে বলিয়াছেন। আর পাঁচটি বিষয় যাহা আমরা জাহিলিয়াতের যুগ হইতে অবলম্বন করিয়া আছি এবং বর্তমানেও উহার উপর অবিচল আছি। তবে উহার মধ্য হইতে কোনটা যদি আপনি অপছন্দ করেন তবে আমরা উহা পরিত্যাগ করিব। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন, তবে ইহাতে 'ভাল–মন্দের ব্যাপারে আল্লাহর তকদীরের উপর ঈমান আনিবে' এর পরিবর্তে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনিবে এর উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'শত্রুর বিপদে খুশী না হওয়ার' পরিবর্তে শত্রুর খুশীতে ধৈর্যধারণ করা এর উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্বে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তিকে দাওয়াত প্রদানের বর্ণনায় (ফরযের প্রতি দাওয়াত প্রদানের) একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাল আদাভিয়া গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার দাদার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'আমার দাদা বলিলেন, আপনি কোন জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতেছি। আমার দাদা বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, আপনি কি বলিয়া এই দাওয়াত দেন? তিনি বলিলেন, 'তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ তায়ালা আমার উপর যাহা কিছু নাযিল করিয়াছেন উহার

উপর ঈমান আনয়ন কর এবং লা–ত ও ওয্যাকে অস্বীকার কর। নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও।'

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আল্লাহ তায়ালা ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের নামে সাহাবাদের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ

নবী করীম (সাঃ)এর পক্ষ হইতে দাওয়াত পৌঁছাইবার প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সকল মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহম করুন, তোমরা আমার পক্ষ হইতে (মানুষের নিকট আমার এই দ্বীন) পৌঁছাও। তোমরা (এই ব্যাপারে) মতবিরোধ করিও না, যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীগণ তাঁহার সম্মুখে মতবিরোধ করিয়াছিল। আমি তোমাদিগকে যে কাজের জন্য আহবান করিতেছি, তিনিও তাহাদিগকে সেইকাজের জন্য আহবান করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ তাহাদিগকে দাওয়াতের কাজে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন।) কিন্তু যাহার জন্য কোন দূরবর্তীস্থানে যাওয়া সাব্যস্ত হইল সে (দূরত্ব বা সেখানকার ভাষা না জানার দরুন) তাহা অপছন্দ করিল। (আর যাহার জন্য কোন নিকটবর্তী স্থানে যাওয়া সাব্যস্ত হইল সে তাহা খুশীমনে গ্রহণ করিল।) হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করিলেন। সুতরাং পরদিন সকালে দেখা গেল যে, যাহার জন্য যে কাওমের নিকট যাওয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছিল সে সেই কাওমের ভাষায় কথা বলিতে পারিতেছে। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

www.BANGLAKITAB.com

তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর এই কাজ জরুরী করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা অবশ্যই ইহা পালন কর।

সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার পক্ষ হইতে (দাওয়াত) পৌঁছাইব। আপনি আমাদিগকে যেখানে ইচ্ছা প্রেরণ করুন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফাহ (রাঃ)কে কিসরার নিকট, হযরত সালীত ইবনে আমর (রাঃ)কে ইয়ামামার শাসক হাওযাহ ইবনে আলীর নিকট, হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে হাজারের শাসক মুনযির ইবনে সাওয়ার নিকট, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে আম্মানের দুই বাদশাহ জাইফার ইবনে জুলান্দা ও আব্বাদ ইবনে জুলান্দা এর নিকট, হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)কে কায়সারের নিকট, হযরত সুজা' ইবনে ওহাব আসাদী (রাঃ)কে মুনযির ইবনে হারেস ইবনে আবি শিমার গাসসানীর নিকট এবং হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রাঃ)কে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ) ব্যতীত ইহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পূর্বেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় বাহরাইনে ছিলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, সীরাত গ্রন্থকারগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়াহ (রাঃ)কে হারেস ইবনে আব্দে কূলালের নিকট, হযরত জারীর (রাঃ)কে যিলকালা' এর নিকট, হযরত সায়েব (রাঃ)কে মুসাইলামার নিকট এবং হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআহ (রাঃ)কে মুকাওকিসের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বেই কিসরা, কায়সার, নাজাশী ও সকল অহংকারী বাদশাহদের নিকট আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিয়া পত্র

প্রেরণ করিয়াছিলেন। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নাজাশীর গায়েবানা জানাযা পড়িয়াছিলেন, এই নাজাশী সেই নাজাশী নয়। (বিদায়াহ)

হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বেই কিসরা, কায়সার এবং সকল অহংকারী বাদশাহদের নিকট দাওয়াতনামা প্রেরণ করিয়াছেন। (আহমদ)

হাবশার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পত্র প্রেরণ

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রাঃ)এর হাতে হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ও তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীদের ব্যাপারে হাবশার বাদশাহ নাজাশীর নামে এই পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পক্ষ হইতে হাবশার বাদশাহ নাজাশী আসহামের প্রতি।

সালামুন আলাইকা, আমি তোমার নিকট আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি, যিনি একমাত্র মালিক, পবিত্র, নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর (সৃষ্ট) রূহ এবং তাঁহার সেই কলেমা যাহা তিনি কুমারী, পূত–পবিত্রা, সতী সাধ্বী মারইয়ামের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। অতঃপর তিনি (হযরত) ঈসা (আলাইহিস সালাম)কে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আপন (বিশেষ) রূহ এবং আপন (ফেরেশতার) ফুঁকের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন (হযরত) আদম (আলাইহিস সালাম)কে আপন কুদরতী হাত ও ফুঁকের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমি তোমাকে এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতেছি, যাঁহার কোন শরীক নাই এবং তাঁহার এবাদতে একে অন্যের সাহায্য করিবার প্রতি

www.BANGLAKITAB.com

আহবান জানাইতেছি। আর এই দাওয়াত দিতেছি যে, তুমি আমার অনুসরণ কর, আমার উপর এবং আমার নিকট যাহা কিছু আসিয়াছে উহার উপর ঈমান আনয়ন কর। নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল। আমি তোমার নিকট আমার চাচাত ভাই জাফর এবং তাহার সঙ্গে অন্যান্য মুসলমানদিগকে প্রেরণ করিয়াছি। তাহারা তোমার নিকট পৌঁছিলে তাহাদের খাতির–যত্ন করিবে এবং অহংকার পরিত্যাগ করিবে। আমি তোমাকে এবং তোমার সেনাবাহিনীর সকলকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিতেছি। আমি তোমার নিকট (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছাইয়াছি এবং তোমাকে নসীহত করিয়াছি। সুতরাং তুমি আমার নসীহত গ্রহণ কর। সালাম হউক তাহাদের প্রতি যাহারা হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে।

নাজাশীর পত্র

নাজাশী জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই পত্র লিখিল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)র প্রতি নাজাশী আসহাম ইবনে আবজারের পক্ষ হইতে।

হে আল্লাহর নবী, আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনার উপর সালাম ও তাঁহার রহমত ও বরকত নাযিল হউক, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি আমাকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পত্র আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। উহাতে আপনি (হযরত) ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, আসমান ও যমীনের রব্বের কসম, তিনি নিঃসন্দেহে তাহার অতিরিক্ত কিছু ছিলেন না। আপনি আমাদের নিকট যে পয়গাম প্রেরণ করিয়াছেন তাহা আমরা ভালভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। আপনার চাচাত ভাই ও তাহার সঙ্গীদের খাতির–যত্ন করিয়াছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি

আল্লাহর সত্য ও স্বীকৃত রাসূল। আর আমি আপনার ও আপনার চাচাত ভাইয়ের নিকট বাইআত হইয়াছি এবং তাহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি।

হে আল্লাহর নবী, আমি আমার পুত্র আরহা ইবনে আসহাম ইবনে আবজারকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করিতেছি। কেননা আমি শুধু নিজের উপর ক্ষমতা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ, তথাপি আপনি চাহিলে আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত হইব। কারণ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য। (বিদায়াহ)

রোমের বাদশাহ কায়সারের নিকট পত্র

হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পত্র দিয়া কায়সারের নিকট প্রেরণ করিলেন। আমি তাহার নিকট পৌঁছিয়া পত্রখানা তাহাকে দিলাম। সেখানে কায়সারের নিকট লালবর্ণের চেহারা ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র বসিয়াছিল। তাহার মাথার চুলগুলি ছিল একেবারে সোজা। সে পত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। পত্রে লেখা ছিল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পক্ষ হইতে রোম প্রধান হেরাকলের নামে।

এই পর্যন্ত পড়িতেই তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র গর্জিয়া উঠিল এবং বলিল, এই পত্র আজ পাঠ করা যাইবে না। কায়সার জিজ্ঞাসা করিল, কেন? সে বলিল, প্রথমতঃ পত্রলেখক নিজের নাম প্রথমে লিখিয়াছে,দ্বিতীয়তঃ রোম সম্রাট না লিখিয়া রোম প্রধান লিখিয়াছে। কায়সার বলিল, তোমাকে অবশ্যই এই পত্র পাঠ করিতে হইবে।

অতঃপর যখন সে উহা পাঠ করা শেষ করিল এবং দরবারীগণ সকলেই সেখান হইতে চলিয়া গেল, তখন কায়সার আমাকে এবং তাহার

www.BANGLAKITAB.com

বিশেষ উপদেষ্টার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত পাদ্রীকে ভিতরে নিজের কাছে ডাকিয়া লইয়া গেল। লোকেরা পাদ্রীকে পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত করিয়াছিল। সুতরাং কায়সার ও তাহাকে সব বিষয়ে অবহিত করিয়া তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পড়িতে দিল। (পত্র পাঠান্তে) পাদ্রী বলিল, ইনিই ত সেই নবী আমরা যাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যাঁহার সম্পর্কে আমাদিগকে সুসংবাদ দিয়াছিলেন। কায়সার বলিল, এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি করিতে বলেন? পাদ্রী বলিল, অবশ্য আমি তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব এবং তাঁহার অনুসারী হইব। কায়সার বলিল, তবে আমি যদি এমন করি তাহা হইলে আমার রাজত্ব হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

হযরত দেহইয়া (রাঃ) বলেন, তারপর আমরা তাহার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) সেসময় ব্যবসার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়াছিলেন। কায়সার তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের এলাকায় যে ব্যক্তি (নবুওয়াতের দাবী লইয়া) আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কেমন? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তিনি একজন যুবক। কায়সার জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে তাঁহার বংশমর্যাদা কিরূপ? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, বংশমর্যাদায় তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমাদের মধ্যে আর কেহ নাই। কায়সার বলিল, ইহা নবুওয়াতের আলামত। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার সত্যবাদিতা কেমন? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। কায়সার বলিল, ইহাও নবুওয়াতের একটি নিদর্শন। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের সঙ্গীদের কেহ তাঁহার দ্বীন গ্রহণ করার পর তোমাদের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে কি? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, না। কায়সার বলিল, ইহাও নবুওয়াতের একটি নিদর্শন। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তিনি যখন তাঁহার সঙ্গীগণ সহ যুদ্ধ করেন তখন কি কখনও পরাজিত হন? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তাঁহার কাওমের

লোকেরা তাঁহার সহিত কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছে। উক্ত যুদ্ধসমূহে কখনও তিনি কাওমের লোকদিগকে পরাজিত করিয়াছেন, আবার কখনও কাওমের লোকেরা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছে। কায়সার বলিল, ইহাও নবুওয়াতের একটি নিদর্শন।

হযরত দেহইয়া (রাঃ) বলেন, অতঃপর কায়সার আমাকে ডাকিয়া বলিল, তুমি তোমার নবীকে বলিবে যে, আমি খুব ভালভাবে জানি যে, তিনি নবী, কিন্তু আমি আমার রাজত্ব ছাড়িতে পারিব না।

হযরত দেহইয়া (রাঃ) বলেন, পাদ্রীর অবস্থা এই হইল যে, প্রতি রবিবার তাহার নিকট লোকজন সমবেত হইত এবং সে সমবেত লোকদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে ওয়াজ নসীহত করিত। এই ঘটনার পরবর্তী রবিবারে পাদ্রী নিজ হুজরা হইতে বাহির হইল না এবং এইরূপে পরবর্তী রবিবার পর্যন্ত হুজরার ভিতর বসিয়া রহিল। হযরত দেহইয়া (রাঃ) বলেন, শুধু আমি ভিতরে তাহার নিকট যাইতাম। সে আমার সহিত কথাবার্তা বলিত এবং আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিত। তৎপরবর্তী রবিবারেও সমবেত লোকজন পাদ্রীর বাহির হইয়া আসিবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু সে অসুস্থতার অজুহাত দেখাইয়া হুজরায় বসিয়া রহিল। কয়েকবার এইরূপ করিবার পর লোকেরা পাদ্রীর নিকট বলিয়া পাঠাইল যে, আপনি আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসিবেন, নতুবা আমরা জোরপূর্বক প্রবেশ করিয়া আপনাকে কতল করিব। আরবদেশীয় লোকটি আসা অবধি আমরা আপনার অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি।

হযরত দেহইয়া (রাঃ) বলেন, পাদ্রী আমাকে বলিল, এই চিঠি নিন, ইহা আপনার হযরতকে দিবেন এবং তাঁহাকে আমার সালাম জানাইয়া বলিবেন, নিঃসন্দেহে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি এবং তাঁহার অনুসারী হইয়াছি। আর ইহাও

www.BANGLAKITAB.com

বলিবেন যে, আমার ঈমান আনয়নকে এখানকার লোকেরা পছন্দ করিতেছে না। আর আপনি এখানে যাহা কিছু দেখিতেছেন তাহাও বলিবেন। অতঃপর পাদ্রী (হুজরা হইতে) বাহির হইয়া আসিল এবং সমবেত লোকেরা তাহাকে শহীদ করিয়া দিল।

কোন কোন ওলামা বলেন, হেরাকল (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পাঠ করিয়া) বলিল, তোমার ভাল হউক! খোদার কসম, আমি ভালভাবেই জানি তোমার হযরত প্রেরিত নবী এবং ইনিই আমাদের সেই প্রতিক্ষীত ব্যক্তি। আমরা আমাদের কিতাবে তাঁহার বর্ণনা পাইতেছি। কিন্তু রোম অধিবাসীদের পক্ষ হইতে আমি আমার প্রাণনাশের আশংকা করিতেছি। যদি এই আশংকা না হইত আমি অবশ্যই তাঁহার অনুসারী হইতাম। অতএব তুমি দাগাতির পাদ্রীর নিকট যাও এবং তাহার নিকট তোমাদের হযরতের বিষয়টি ব্যক্ত কর। কারণ সে রোম দেশে আমার অপেক্ষা বড় এবং তাহার কথা অধিক মান্য করা হয়। হযরত দেহইয়া (রাঃ) উক্ত পাদ্রীর নিকট আসিলেন এবং তাহাকে সব কথা বলিলেন। পাদ্রী (শুনিয়া) বলিল, খোদার কসম, তোমার হযরত প্রেরিত নবী। আমরা তাঁহার গুণাবলী ও নাম সহ তাঁহাকে চিনি। অতঃপর সে ঘরে প্রবেশ করিয়া নিজের পোশাক পরিবর্তন করিল এবং সাদা পোশাক পরিধান করতঃ বাহিরে রোমবাসীদের সম্মুখে আসিয়া কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিল। লোকেরা তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে শহীদ করিয়া দিল। (এসাবাহ)

সাঈদ ইবনে আবি রাশেদ (রহঃ) বলেন, হেরাকলের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরিত দূত তানূখীকে হেমস শহরে দেখিয়াছি। তিনি খুবই বয়ঃবৃদ্ধ ও মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন এবং আমার প্রতিবেশী ছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, হেরাকলের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র বিনিময়ের ঘটনা সম্পর্কে আমাকে বলিবেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবুকে পৌঁছার

পর হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)কে হেরাকলের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পাইয়া হেরাকল রোমের ছোট বড় সকল পাদ্রীগণকে দরবারে ডাকাইয়া আনিল এবং দরবারের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অতঃপর বলিল, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে স্থানে (অর্থাৎ তবূকে) আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অবগত আছ। তিনি আমাকে তিনটির একটি গ্রহণ করিবার আহবান জানাইয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন। তিনি এই আহবান জানাইতেছেন যে, আমি তাঁহার দ্বীন গ্রহণপূর্বক তাহার অনুসরণ করি, আর না হয় কর প্রদান করি। এমতাবস্থায় আমাদের যমীন আমাদের হাতে থাকিবে। অন্যথায় আমরা যুদ্ধ করি। খোদার কসম, তোমরা নিজেদের কিতাবের মাধ্যমে অবগত আছ যে, এই ব্যক্তি আমার পায়ের নীচের এই যমীন অবশ্যই অধিকার করিবেন। অতএব আস, আমরা তাঁহার দ্বীন গ্রহণ করতঃ তাঁহার অনুসরণ করি, আর না হয় কর প্রদান করি।'

ইহা শুনিয়া তাহারা একযোগে চিৎকার করিয়া উঠিল এবং গোস্বায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মাথার টুপি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। অতঃপর তাহারা বলিল, আপনি আমাদিগকে খৃষ্টধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হেজাজ হইতে আগত এক আরব বেদুঈনের গোলাম হইতে বলিতেছেন? হেরাকল তখন বুঝিতে পারিল যে, ইহারা এখান হইতে এই অবস্থায় বাহির হইলে অন্যান্যদেরকে বিদ্রোহী বানাইয়া ফেলিবে এবং দেশের শাসন ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিবে তখন সে তাহাদিগকে বলিল, প্রকৃতপক্ষে নিজ ধর্মমতের উপর তোমরা কতখানি মজবুত তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে আমি এই কথা বলিয়াছি। তারপর সে তুজীবা গোত্রের আরবদেশীয় খৃষ্টানদের সর্দারকে ডাকিয়া বলিল, ভাল স্মরণশক্তি রাখে এরূপ একজন আরবীকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। আমি তাহাকে এই ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট তাঁহার পত্রের জবাব দিয়া প্রেরণ করিব। সুতরাং উক্ত সর্দার আমার নিকট আসিল। (অতঃপর আমি

www.BANGLAKITAB.com

হেরাকলের নিকট উপস্থিত হইলে) সে আমাকে হাড়ের উপর লিখিত একখানা পত্র দিয়া বলিল, তুমি আমার পত্র লইয়া এই ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট যাও। সেখানে তুমি তাঁহার যে সকল কথাবার্তা শুনিবে তন্মধ্য হইতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবে—এক, খেয়াল রাখিবে আমার নিকট প্রেরিত তাঁহার পত্রের বিষয়ে তিনি কি বলেন? দুই, লক্ষ্য করিবে, আমার এই পত্র পাঠ করিয়া তিনি রাত্রি সম্পর্কে কিছু বলেন কি না? তিন, তাঁহার পিঠের দিকে খেয়াল করিয়া দেখিবে, কোন বিশেষ কিছু দেখিতে পাও কিনা যাহাতে তোমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

তনূখী বৃদ্ধ বলেন, আমি তাহার পত্র লইয়া রওয়ানা হইলাম এবং তবূক পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঝর্ণার পাশে তাঁহার সাহাবীদের মাঝে বসিয়া আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের হযরত কোথায়? বলা হইল, এই যে তিনি। আমি হাঁটিয়া অগ্রসর হইলাম এবং তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। অতঃপর আমি তাঁহাকে পত্রখানা দিলাম। তিনি উহা নিজের কোলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গোত্রের? বলিলাম, আমি একজন তনূখ গোত্রীয় লোক। তিনি বলিলেন, তুমি তোমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন যাহা সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি হইতে পবিত্র, গ্রহণ করিবে কি? আমি বলিলাম, আমি এক কাওমের দূত হিসাবে আসিয়াছি এবং এক কাওমের ধর্মের উপর বিদ্যমান আছি। তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাওয়া পর্যন্ত আমি উহা ত্যাগ করিতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ -

অর্থ ঃ আপনি যাহাকে চাহেন হেদায়াত করিতে পারিবেন না, বরং আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহেন হেদায়াত করেন, আর হেদায়াতপ্রাপ্তদের

সম্পর্কে তিনিই ভালরূপে অবগত আছেন।

হে তনূখী ভাই! আমি নাজাশীর নিকট পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু সে আমার পত্রখানা ছিড়িয়া ফেলিয়াছে। আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে এবং তাহার দেশকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবেন। (এই নাজাশী সেই নাজাশী নহে, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পাইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহার গায়েবানা জানাযা পড়িয়াছিলেন।) আর তোমাদের বাদশাহ (কায়সার)এর নিকটও পত্র লিখিয়াছি, সে আমার পত্রকে হেফাজত করিয়াছে (অর্থাৎ ছিড়িয়া ফেলে নাই) অতএব যতদিন তাহার জীবনে কল্যাণ লেখা রহিয়াছে ততদিন জনগণ তাহাকে ভয় করিতে থাকিবে।'

আমি মনে মনে বলিলাম, হেরাকল আমাকে যে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিল, ইহা তন্মধ্য হইতে একটি। সুতরাং আমি আমার তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া উহার অগ্রভাগ দ্বারা আমার চামড়ার তৈরী তরবারীর খাপের উপর তাহা লিখিয়া লইলাম।

অতঃপর তিনি তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট একজনকে পত্রখানা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পত্র পাঠকারী এই ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, ইনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল যে, 'তিনি আমাকে এমন বেহেশতের প্রতি আহবান জানাইতেছেন যাহার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন সমতুল্য, যাহা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।' (বেহেশতই যদি আসমান ও যমীন সমতুল্য হয়) তবে দোযখ কোথায় হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'সুবহানাল্লাহ! যখন দিন হয় তখন রাত্র কোথায় থাকে?'

আমি তৎক্ষণাৎ আমার তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া এইকথা আমার তরবারীর খাপের চামড়ায় লিখিয়া লইলাম।

অতঃপর পত্রপাঠ শেষ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি একজন

WWW.BANGLAKITAB.COM

দূত হিসাবে আসিয়াছ, তোমার (আমাদের উপর) হক রহিয়াছে। আমাদের নিকট কিছু থাকিলে অবশ্যই আমরা তোমাকে তোহফাস্বরূপ দিতাম। কিন্তু বর্তমানে আমরা সফরে রহিয়াছি, আমাদের পাথেয় সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গিয়াছে। তনূখী বলেন, এমন সময় লোকদের মধ্য হইতে একজন আওয়াজ দিয়া বলিল, আমি তাহাকে তোহফা দিব। অতঃপর সে তাহার সামানপত্র খুলিয়া সাফ্ফুরিয়া নামক প্রসিদ্ধ একজোড়া কাপড় বাহির করিয়া আনিল এবং আমার কোলের উপর রাখিয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কাপড় দাতা কে? বলা হইল, হযরত ওসমান (রাঃ)। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কে এই দূতকে মেহমান হিসাবে রাখিবে? একজন আনসারী যুবক বলিলেন, আমি। অতঃপর আনসারী মজলিস হইতে উঠিলে আমি তাহার সহিত উঠিলাম। আমি মজলিস হইতে বাহিরে আসিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হে তনূখী ভাই, বলিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি পুনরায় আসিয়া পূর্বের জায়গায় দাঁড়াইলাম। তিনি পৃষ্ঠদেশ হইতে চাদর সরাইয়া বলিলেন, তোমাকে যাহা আদেশ করা হইয়াছে তাহা এইদিকে আসিয়া সমাধা করিয়া লও। আমি তাঁহার পিছন দিকে আসিয়া কাঁধের নরম হাড্ডির উপর কবুতরের ডিমের ন্যায় মোহরে নবুওয়াত দেখিতে পাইলাম। (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) তাহাকে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহিত হযরত আবু সুফিয়ান ও কোরাইশী কাফেরগণের সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হইবার পর হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) কোরাইশী এক তেজারতী কাফেলার সাথে সিরিয়া গিয়াছিলেন। তাহারা 'ইলিয়া' শহরে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় হেরাকল লোক মারফৎ তাহাদিগকে আপন দরবারে ডাকাইয়া আনিল। দরবারে হেরাকলের চারিপার্শ্বে রোমের বড় বড় সর্দারগণ উপস্থিত ছিল। তাহারা দরবারে উপস্থিত হইলে হেরাকল একজন দোভাষীকে ডাকিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের দেশে

যিনি নবুওয়াতের দাবী করিয়াছেন বংশগতভাবে তোমাদের মধ্যে কে তাহার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী?

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি বংশগতভাবে তাহার অধিক নিকটবর্তী। হেরাকল বলিল, এই ব্যক্তিকে আমার নিকটে বসাও এবং তাহার সঙ্গীগণকে তাহার পিছনে নিকটেই বসাও।

অতঃপর হেরাকল তাহার দোভাষীকে বলিল, তাহাদিগকে বল যে, আমি এই ব্যক্তিকে (অর্থাৎ হযরত আবু সুফিয়ানকে) নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব। যদি এই ব্যক্তি আমার সহিত কোন কথা মিথ্যা বলে, তবে তোমরা তাহা ধরাইয়া দিবে। হযরত (আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন) খোদার কসম, যদি এই আশঙ্কা না হইতে যে, আমার সঙ্গীগণ আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করিবে তবে অবশ্যই সেদিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা বলিতাম।

অতঃপর হেরাকল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমাকে প্রথম প্রশ্ন এই করিল যে, তোমাদের মধ্যে তাহার বংশমর্যাদা কিরূপ? আমি উত্তর দিলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশীয়। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে আর কেহ এরূপ দাবী করিয়াছে কি? আমি বলিলাম, না। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ বাদশাহ ছিলেন কি? আমি বলিলাম, না। সে জিজ্ঞাসা করিল, সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে নাকি সাধারণ ও দুর্বল লোকেরা তাহার অনুসরণ করিয়াছে? আমি বলিলাম, বরং সাধারণ ও দুর্বল লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অনুসারীদের সংখ্যা দৈনন্দিন বাড়িতেছে, না কমিতেছে? আমি বলিলাম, বাড়িতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদের মধ্যে কেহ দ্বীন গ্রহণ করিবার পর উহার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পুনরায় উহা পরিত্যাগ করিয়াছে কি? আমি বলিলাম, না। সে

www.BANGLAKITAB.com

জিজ্ঞাসা করিল, তাহার এই দাবী উত্থাপনের পূর্বে তোমরা তাঁহাকে কখনও মিথ্যা বলার দোষে দোষী করিয়াছ কি? আমি বলিলাম, না। সে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন কি? আমি বলিলাম, না, তবে বর্তমানে তাঁহার ও আমাদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, জানি না এ ব্যাপারে তিনি কি করিবেন? হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, এই সকল কথাবার্তার মধ্যে এই কথাটুকু ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আমি আর কোন কথা বলিতে পারি নাই।

হেরাকল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এযাবৎ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ কি? আমি বলিলাম, হাঁ, করিয়াছি। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার সহিত যুদ্ধের পরিণতি কি হইল? আমি বলিলাম, তাঁহার ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল সমান সমান। কখনও তিনি জয়যুক্ত হইয়াছেন, কখনও আমরা জয়যুক্ত হইয়াছি। সে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি তোমাদেরকে কি কি বিষয়ে আদেশ করিয়া থাকেন? আমি বলিলাম, তিনি বলেন, এক আল্লাহর এবাদত কর, তাহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিও না। তোমাদের বাপ-দাদাদের কথা পরিত্যাগ কর। তিনি আমাদিগকে নামায পড়িতে, সত্যকথা বলিতে সচ্চরিত্র হইতে এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করেন।

অতঃপর হেরাকল তাহার দোভাষীকে বলিল, তাহাকে বল, আমি তোমাকে তাঁহার বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তুমি বলিয়াছ, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চ বংশীয়। রাসূলগণ এইভাবে তাঁহাদের কাওমের উচ্চ বংশেই প্রেরিত হইয়া থাকেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে আর কেহ এরূপ দাবী করিয়াছে কিনা? তুমি বলিয়াছ, আর কেহ করে নাই। আমি মনে মনে বলিলাম, যদি তাহার পূর্বে আর কেহ এরূপ দাবী করিত তবে বলিতাম, এই ব্যক্তি তাহার পূর্ববর্তী ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ বাদশাহ ছিল কিনা? তুমি বলিয়াছ, না।

আমি চিন্তা করিলাম, যদি তাহার পূর্বপুরুষ কেহ বাদশাহ হইত তবে মনে করিতাম, এই ব্যক্তি হয়ত তাহার পিতার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে চাহিতেছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার এই দাবীর পূর্বে তোমরা তাহাকে কখনও মিথ্যাবলার দোষে দোষী করিয়াছ কিনা? তুমি বলিয়াছ, না। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, যে ব্যক্তি মানুষের সহিত মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করিয়াছে সে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলিতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, না সাধারণ ও দুর্বল লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে? তুমি বলিয়াছ, দুর্বল ও সাধারণ লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। এরূপ লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হইয়া থাকে।' আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে, না কমিতেছে? তুমি বলিয়াছ, তাহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। ঈমানের অবস্থা এরূপই হইয়া থাকে, অতঃপর উহা পূর্ণতা লাভ করে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ দ্বীন গ্রহণ করিবার পর উহার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পুনরায় উহা পরিত্যাগ করে কিনা? তুমি বলিয়াছ, কেহ তাহা করে না। ঈমানের স্বাদ হৃদয়ের গভীরে প্রবেশের পর এরূপই হইয়া থাকে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি কি ওয়াদা ভঙ্গ করেন? তুমি বলিয়াছ, না। রসূলগণ এইরূপই হইয়া থাকেন, তাহারা কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি তোমাদিগকে কি বিষয়ে আদেশ করেন? তুমি বলিয়াছ, তিনি তোমাদিগকে আল্লাহর এবাদত করিতে এবং তাঁহার সহিত অন্য কিছুকে শরীক না করিতে আদেশ করেন এবং মূর্তিপূজা করিতে নিষেধ করেন। আর তিনি তোমাদিগকে নামায পড়িতে, সত্যকথা বলিতে এবং সচ্চরিত্রতার আদেশ করেন। যদি তোমার কথা সত্য হইয়া থাকে তবে অতিসত্বর তিনি আমার পায়ের নীচের এই যমীনের মালিক হইবেন। আমি ভালভাবেই জানিতাম, তিনি আবির্ভূত হইবেন, তবে তিনি তোমাদের মধ্য হইতে হইবেন, এরূপ ধারণা করি নাই। আমি তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিব

www.BANGLAKITAB.com

জানিলে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করিতাম। আর যদি আমি তাঁহার নিকট থাকিতাম তবে তাঁহার পা মোবারক ধৌত করিতাম।

তারপর হেরাকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই পত্রখানা আনাইল যাহা হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ) বুসরার শাসনকর্তার নিকট পৌঁছাইয়া ছিলেন এবং বুসরার শাসনকর্তা তাহা হেরাকলের নিকট পৌঁছাইয়াছিল। পত্রের বিষয়বস্তু এরূপ ছিল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ এর পক্ষ হইতে রোমের প্রধান হেরাকলের প্রতি।

শান্তি হউক তাহার প্রতি যে হেদায়াতের পথ অবলম্বন করিয়াছে। আম্মাবাদ, আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিতেছি। ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা লাভ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করিবেন। আর যদি তুমি মুখ ফিরাও তবে তোমার প্রজাদের গুনাহ ও তোমার উপর থাকিবে। হে আহলে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস—যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান—যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করিব না, তাঁহার সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করিব না এবং একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কেহ অন্য কাহাকেও পালনকর্তা বানাইব না। তারপর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমরা বলিয়া দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা ত মুসলমান।'

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, হেরাকল আমাদের সহিত আলোচনার পর পত্র পাঠ শেষ করিলে তাহার দরবারে প্রচণ্ড শোরগোল ও হৈচৈ আরম্ভ হইয়া গেল এবং আমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। বাহিরে আসিবার পর আমি সঙ্গীদেরকে বলিলাম, ইবনে আবি কাবশার (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার কাফেরগণ ইবনে আবি কাবশা বলিয়া ডাকিত) বিষয়টি এমন জোরদার হইয়া উঠিয়াছে

যে, বনুল আসফার অর্থাৎ রোমকদের বাদশাহও তাঁহাকে ভয় করিতেছে!

এই ঘটনার পর হইতে আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল যে, অতিসত্বর তিনি জয়যুক্ত হইবেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমাকেও ইসলাম দান করিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হেরাকলের একান্ত বন্ধু ইলিয়ার শাসক ইবনে নাতূর সিরিয়ায় খৃষ্টানদের বড় পাদ্রী ছিল। এই ইবনে নাতূর বর্ণনা করিয়াছে যে, হেরাকল একবার যখন ইলিয়ায় (অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসে) আসিল তখন একদিন সকালবেলা তাহাকে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখা গেল। বড় পাদ্রীদের একজন তাহাকে বলিল, আপনার শরীর ভাল নয় বলিয়া মনে হইতেছে। হেরাকল জ্যোতির্বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল এবং গ্রহনক্ষত্রাদির হিসাব জানিত। সে পাদ্রীর কথার উত্তরে বলিল, আমি তারকারাজির প্রতি লক্ষ্য করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, দুনিয়াতে খাৎনাকারীদের বাদশাহের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বিশ্বে কোন জাতির মধ্যে খাৎনার প্রচলন রহিয়াছে, তোমরা বলিতে পার কি? পাদ্রীগণ বলিল, ইহুদীরা ব্যতীত অন্য কোন জাতির মধ্যে খাৎনার প্রচলন নাই এবং ইহুদীদের ব্যাপারে আপনার চিন্তিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার শাসনাধীন সকল শহরে ইহুদীদের হত্যা করার নির্দেশজারি করিয়া দিন। তাহাদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল এমন সময় গাসসানের বাদশাহের প্রেরিত দূত হেরাকলের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সংবাদ দিল। দূতের নিকট হইতে সমুদয় সংবাদ অবগত হইয়া হেরাকল এই আগন্তুকের খাৎনা করা হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার আদেশ দিল। পরীক্ষার পর তাহাকে অবহিত করা হইল যে, লোকটি খাৎনাকৃত। অতঃপর হেরাকল লোকটিকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে জানাইল যে, আরবদের মধ্যে খাৎনার প্রচলন রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া হেরাকল বলিল, ইনিই এই উম্মাতের (অর্থাৎ আরবের) বাদশাহ, যাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

অতঃপর হেরাকল রোমিয়া শহরে তাহার এক বন্ধুর নিকট যে জ্যোতিশ্শাস্ত্রে তাহার সমকক্ষ ছিল এ ব্যাপারে একটি পত্র লিখিয়া পাঠাইল এবং স্বয়ং হেম্‌স শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেল। হেরাকল হেমসে পৌছার পরপরই তাহার বন্ধুর জবাব আসিয়া পৌছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের ব্যাপারে সেও হেরাকলের সহিত একমত।

হেরাকল রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে হেমসে তাহার একটি মহলে সমবেত হইবার আদেশ দিল। তাহাদের সমবেত হইবার পর মহলের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিবার হুকুম দিল এবং তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর সে অন্দর মহল হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং বলিল, হে রোমবাসী, তোমরা সাফল্য ও হেদায়াত লাভ করিতে চাও কি? তোমরা কি চাও যে, তোমাদের দেশ তোমাদের হাতে থাকুক? যদি তাহা চাও তবে এই নবীর আনুগত্য স্বীকার কর। ইহা শুনিয়া তাহারা জঙ্গলী গাধার ন্যায় দরজার দিকে ছুটিল। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় বাহির হইতে সক্ষম হইল না। হেরাকল তাহাদের এইরূপ পলায়ন ভাব দেখিয়া তাহাদের ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশ হইল এবং বলিল, ইহাদেরকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন। তারপর (তাহারা ফিরিয়া আসিলে) বলিল, আমি এইমাত্র যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা শুধু তোমাদের যাচাই করিবার জন্য বলিয়াছি। আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, তোমরা আপন ধর্মের উপর কতখানি মজবুত। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমরা আপন ধর্মের উপর মজবুত আছ। ইহা শুনিয়া সমবেত সকলেই হেরাকলকে সেজদা করিল এবং তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গেল। ইহাই ছিল হেরাকলের শেষ অবস্থা যে, সে ঈমান গ্রহণ করিল না। (বিদায়াহ)

পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট পত্র

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবী (রাঃ)এর হাতে কিসরার

নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন যে, পত্রখানা বাহরাইনের গভর্নরের নিকট দিবে। উক্ত গভর্নর পত্রখানা কিসরার নিকট পৌছাইল। কিসরা পত্র পাঠ করিয়া উহা ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হয় যে, হযরত ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খবর পাওয়ার পর এই বদদোয়া করিয়াছেন, 'তাহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হউক।'

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আব্দে কারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খোতবার উদ্দেশ্যে মিম্বারে দাঁড়াইয়া আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করতঃ বলিলেন, আম্মাবাদ, আমি তোমাদের কিছুসংখ্যক লোককে অনারব বাদশাহদের নিকট প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সুতরাং তোমরা আমার সহিত মতবিরোধ করিও না যেমন বনী ইসরাঈলগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সহিত করিয়াছিল। মুহাজিরগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কখনও কোন বিষয়ে আপনার সহিত মতবিরোধ করিব না। আপনি আমাদিগকে আদেশ করুন এবং প্রেরণ করুন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সুজা' ইবনে ওহব (রাঃ)কে কিসরার নিকট প্রেরণ করিলেন। (হযরত সুজা' (রাঃ)এর আগমন সংবাদ পাইয়া) কিসরা তাহার মহলকে সুসজ্জিত করিবার আদেশ করিল। তারপর পারস্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সমবেত করিয়া হযরত সুজা' ইবনে ওহব (রাঃ)কে ডাকাইল। তিনি মহলে প্রবেশ করিলে কিসরা একজন দরবারীকে তাঁহার নিকট হইতে পত্রখানা হস্তগত করিবার আদেশ দিল। হযরত সুজা'(রাঃ) পত্র হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া বাদশাহকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী আমি নিজ হাতে স্বয়ং তোমাকে পত্র দিব। কিসরা বলিল, কাছে আস। তিনি কাছে যাইয়া তাহাকে পত্র দিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

কিসরা তাহার হীরাবাসী এক মুনশীকে ডাকাইয়া পত্র পাঠ করাইল। পত্রে এরূপ লেখা ছিল—

'আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে পারস্য প্রধান কিসরার প্রতি।'

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রের শুরুতে কিসরার নামের পূর্বে নিজের নাম লিখিয়াছেন শুনিয়া সে রাগে চিৎকার করিয়া উঠিল এবং পত্রখানা পড়া হইবার পূর্বেই উহা লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া ফেলিল। হযরত সুজা' ইবনে ওহব (রাঃ)কে বাহির করিয়া দিবার আদেশ দিল। হযরত সুজা' (রাঃ) এই অবস্থা দেখিয়া নিজ বাহনে আরোহন পূর্বক রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং মনে মনে বলিলেন, খোদার কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়াছি, কাজেই এখন কিসরা সন্তুষ্ট হইল কি অসন্তুষ্ট হইল, আমি ইহার কোন পরওয়া করি না।

বর্ণনাকারী বলেন, পরে রাগ প্রশমিত হইলে কিসরা হযরত সুজা' (রাঃ)কে ডাকিতে পাঠাইল। কিন্তু তাহাকে তালাশ করিয়া পাওয়া গেল না। অতঃপর হীরা শহর পর্যন্ত তাহার পিছনে লোক প্রেরণ করা হইল, কিন্তু তিনি তখন হীরা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। হযরত সুজা' (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া আসিয়া কিসরার পত্র ছিঁড়িয়া ফেলা ও তাহার অন্যান্য সকল ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিসরা তাহার আপন রাজত্বকে টুকরা টুকরা করিয়াছে। (বিদায়াহ)

হযরত আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, কিসরার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পৌছিলে সে উহা পড়িয়া ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল এবং ইয়ামানে নিযুক্ত তাহার গভর্নর বাযানের নিকট এই মর্মে নির্দেশ পাঠাইল যে, মজবুত দেখিয়া শক্তিশালী দুইজন লোককে হেজাযের এই (পত্রলেখক) লোকটির নিকট প্রেরণ কর, তাহারা যেন উক্ত ব্যক্তিকে আমার নিকট ধরিয়া আনে।

সুতরাং বাযান তাহার দারোগা আবু নাওহ্ এর সহিত কিসরার নির্দেশ সম্বলিত চিঠি সহ পারস্যদেশীয় জাদ্দ জামীরাহ নামী এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল। আবু নাওহ্ লেখা ও হিসাবের কাজে পারদর্শী ছিল। বাযান নিজেও এই দুই ব্যক্তির হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে এই মর্মে একখানা পত্র দিল যে, আপনি এই দুইজনের সহিত কিসরার নিকট গমন করুন। বাযান তাহার দারোগাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, তাঁহার (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করিবে, তিনি কেমন লোক এবং তাঁহার সহিত কথা বলিবে। তারপর আসিয়া আমাকে সব জানাইবে।

উক্ত দুই ব্যক্তি রওয়ানা হইয়া তায়েফে পৌছিল। সেখানে তাহারা কয়েকজন কোরাইশী ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল, তিনি ইয়াসরাবে (অর্থাৎ মদীনায়) আছেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিসরার নিকট ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইবে শুনিয়া) কোরাইশী ব্যবসায়ীগণ যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং বলিতে লাগিল, এইবার স্বয়ং কিসরা তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না।

পত্রবাহক দুইজন তায়েফ হইতে মদীনা পৌছিল। আবু নাওহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, কিসরা (ইয়ামানের গভর্নর) বাযানের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিয়াছেন যে, বাযান যেন আপনার নিকট এমন কাহাকেও পাঠায়, যে আপনাকে কিসরার নিকট লইয়া যাইবে। অতএব বাযান আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন আপনি আমার সঙ্গে চলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এখন তোমরা যাও, আগামীকাল আমার নিকট আসিও। অতঃপর তাহারা সকালে আসিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুক মাসের অমুক রাত্রে কিসরার ছেলে শীরওয়াইকে কিসরার উপর ক্ষমতাশালী করিয়া

www.BANGLAKITAB.com

দিয়াছেন এবং সে তাহাকে কতল করিয়া রাজ্য দখল করিয়া লইয়াছে। তাহারা উভয়ে বলিল, আপনি কি জানেন যে, আপনি কি বলিতেছেন? আমরা কি ইহা বাযানকে লিখিয়া পাঠাইব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, হাঁ, লিখিয়া দাও এবং তাহাকে ইহাও বলিয়া দাও যে, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহার আয়ত্বাধীন এলাকা আমি তাহাকে দান করিয়া দিব। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়াস্বরূপ প্রাপ্ত স্বর্ণ–রূপা খচিত একটি কোমরবন্ধ জাদ্দ জমীরাকে দান করিলেন। তাহারা উভয়ে বাযানের নিকট ফেরৎ আসিয়া তাহাকে সমস্ত বিষয়ে অবহিত করিল। বাযান সব শুনিয়া বলিল, খোদার কসম, এইগুলি কোন বাদশাহের কথা বলিয়া মনে হয় না। তিনি যাহা বলিয়াছেন আমি তাহা অবশ্যই যাচাই করিয়া দেখিব। ইহার অল্পকাল পরেই তাহার নিকট এই মর্মে শীরওয়াই এর পত্র পৌছিল—

'অতঃপর আমি পারস্যবাসীর স্বপক্ষে কিসরার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাকে কতল করিয়া দিয়াছি। কারণ সে পারস্যের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে অকারণে হত্যা করা নিজের জন্য বৈধ মনে করিয়া লইয়াছিল। তুমি তোমার এলাকায় সকলের নিকট হইতে আমার আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ কর। আর কিসরা যাহাকে গ্রেফতারের জন্য তোমাকে লিখিয়াছিল, তাহাকে কোন প্রকার উত্যক্ত করিও না।' (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিও না।)

বাযান পত্র পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিল নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি খোদা প্রেরিত নবী। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং ইয়ামানে বসবাসকারী পারস্যদেশীয় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল। (দালায়েল)

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ)কে কিসরার নিকট পত্র দিয়া প্রেরণ করিলেন। পত্রে কিসরাকে তিনি ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়াছিলেন। কিসরা পত্র পাঠ করিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং

ইয়ামানে তাহার গভর্নর বাযানের নিকট পত্র দিল। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই রেওয়ায়াতের শেষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর বাযানের প্রেরিত দুই ব্যক্তি মদীনায় পৌছিলে বাবওয়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, শাহানশাহ কিসরা নওয়াব বাযানকে পত্র মারফৎ এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, লোক পাঠাইয়া আপনাকে যেন কিসরার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। আপনি যদি স্বেচ্ছায় যাইতে প্রস্তুত হন তবে বাযান বলিয়াছে, আমি আপনার সঙ্গে একখানা পত্র লিখিয়া দিব যাহা কিসরার নিকট আপনার কাজে আসিবে। আর যদি আপনি যাইতে প্রস্তুত না হন তবে কিসরা আপনাকে ও আপনার কাওমকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এবং আপনার দেশকে বরবাদ করিয়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা এখন যাও, আগামীকাল আমার নিকট আসিও। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (এসাবাহ্)

যায়েদ ইবনে আবিহাবীব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ)কে পারস্যের বাদশাহ কিসরা ইবনে হুরমুযের নিকট এইরূপ পত্র সহ প্রেরণ করিয়াছেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে পারস্য প্রধান কিসরার প্রতি, সালাম হউক তাহার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক ও তাহার কোন শরীক নাই, এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান করিতেছি। নিঃসন্দেহে আমি সমগ্র মানবকুলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যেন আমি ভয় প্রদর্শন করি প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে যাহাতে কাফেরদের

www.BANGLAKITAB.com

বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে নিরাপদ থাকিবে। আর যদি অস্বীকার কর তবে সকল অগ্নিপূজকদের গুনাহ তোমার উপর থাকিবে।'

বর্ণনাকারী বলেন, কিসরা পত্র পাঠ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং বলিল, আমার গোলাম হইয়া আমার নিকট এরূপ পত্র লেখে! অতঃপর কিসরা (ইয়ামানের গভর্ণর) বা–দা–মকে পূর্ববর্ণিত নির্দেশ দিয়া পত্র লিখিল।

এই রেওয়ায়াতে বর্ণনাকারী পরবর্তী অংশে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, বা–দা–ম কর্তৃক প্রেরিত দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। তাহারা উভয়ে দাড়ি মুণ্ডন করিয়া গোঁফ লম্বা করিয়া রাখিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের (এরূপ চেহারার) প্রতি তাকাইতে বিরক্তবোধ করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের নাশ হউক! কে তোমাদেরকে এরূপ করিতে আদেশ করিয়াছে? তাহারা বলিল, আমাদের রব্ব অর্থাৎ কিসরা আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিন্তু আমার রব্ব আমাকে দাড়ি লম্বা করিতে এবং গোঁফ ছাঁটিতে আদেশ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্ত হইবার পর কিসরা ইয়ামান ও তৎপার্শ্ববর্তী আরব এলাকায় নিযুক্ত বা–দা–ম নামক তাহার গভর্ণরের নিকট পয়গাম পাঠাইল যে, 'তোমার এলাকায় এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে। তাঁহাকে বলিয়া দাও, তিনি যেন এই দাবী হইতে বিরত হন। অন্যথায় আমি তাহার বিরুদ্ধে এমন সৈন্যদল প্রেরণ করিব যাহারা তাহাকে ও তাহার কাওমকে কতল করিয়া দিবে।'

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং বা–দা–মের প্রেরিত দূত আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ব্যাপারে অবহিত করিলে

তিনি বলিলেন, আমি নিজের পক্ষ হইতে এই কাজ করিয়া থাকিলে বিরত হইতাম, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে (এই কাজের জন্য) প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত দূত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থান করিয়া রহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, আমার পরওয়ারদিগার কিসরাকে কতল করিয়া দিয়াছেন। আজকের পর কিসরা উপাধি আর কাহারো হইবে না এবং আমার পরওয়াদিগার কায়সারকে কতল করিয়া দিয়াছেন। আজকের পর কায়সার উপাধি আর কাহারো হইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় এই কথা বলিলেন, দূত সেই সময় দিন ও মাস লিখিয়া লইল। তারপর সে বা–দা–মের নিকট ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারিল যে, বাস্তবিকই কিসরা মারা গিয়াছে এবং কায়সার কতল হইয়া গিয়াছে।

হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কায়সারের নিকট পত্র দিয়া প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি কায়সারের নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র প্রেরণের পূর্ব বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের শেষে এইরূপ রহিয়াছে যে, তারপর হযরত দেহইয়া (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট কিসরা কর্তৃক নিযুক্ত সানআর গভর্নরের প্রেরিত লোকদেরকে দেখিতে পাইলেন। কিসরা তাহার গভর্নরকে শাসাইয়া পত্র লিখিয়াছিল যে, তুমি সেই লোকটিকে (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাউযুবিল্লাহ) শেষ করিয়া দাও, যে তোমার এলাকায় আবির্ভূত হইয়া আমাকে এই আহবান জানাইতেছে যে, হয় আমি তাহার দ্বীন গ্রহণ করি, নতুবা তাহাকে জিযিয়া (অর্থাৎ কর) প্রদান করি। অন্যথায় আমি তোমাকে কতল করিয়া দিব এবং তোমার সহিত এই করিব, সেই করিব। সুতরাং সানআর গভর্নর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পঁচিশজন লোক পাঠাইয়াছিল। হযরত

www.BANGLAKITAB.com